NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আমিষ-নিরামিষ দ্বন্দ্বমূলক নয় পারস্পরিক সম্মানার্হ

কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তারের পর নগ্ন করে মার, অভিযোগ ৭

কলকাতা ২৯ মে ২০২৪ ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.5.2024, Vol.17, Issue No. 346, 8 Pages, Price 3.00

সপ্তম দফার আগে বাংলায় প্রথম রোড শো ঘিরে মোদিময় শহর

ছবি সৌজন্য: প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল

হাইভোল্টেজ মঙ্গলে সরগরম মহানগর

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের প্রায় শেষ লগ্নে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় দুই মহারথীর কর্মসূচিকে ঘিরে মঙ্গলবার সরগরম ছিল মহানগর। সোম সন্ধ্যা পর্যন্ত হাঁটু জলে ডুবে ছিল মহানগরের রাজপথ। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার উপর উপড়ে পড়েছিল বড় বড় গাছ। ঘূর্ণিঝড় রেমালের তাণ্ডবের প্রভাবে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কলকাতার জনজীবন। সেই দুর্যোগ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ২৪ ঘণ্টার মাথায় কলকাতার রাস্তায় এই জোড়া কর্মসূচি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে প্রশাসন। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী অবশ্য এর আগে শহরের উপকণ্ঠে বিরাটি থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত একটি পদযাত্রা করেন। যাদবপুরে জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রীও। তবে শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে প্রায় পিঠোপিঠি দুই কর্মসূচির দিকেই নজর ছিল সকলের।

এই প্রথম কলকাতায় রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী। কলকাতা উত্তরের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় ও দমদমের শীলভদ্র দত্তর সমর্থনে তাঁর এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিজেপির নেতা কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আগ্রহও ছিল তুঙ্গে। মায়ের বাড়িতে পুজো দিয়ে কর্মসূচি শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী।

তার পর তিনি পৌঁছন শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছাদ খোলা গাড়িতে রোড শো শুরু করেন। পদ্মপ্রতীক হাতে তাঁর দুপাশে ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পিছনে ছিলেন প্রার্থী তাপস রায়। আর রাস্তার দু-পাশে ব্যারিকেডের দুধারে ছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর রোড শো-কে বর্ণাঢ্য রূপ দেওয়ার জন্য ছিল বাংলার সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিকের বাদ্যযন্ত্র, আদিবাসী নৃত্য, লোক সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পীর দল। এছাড়া মুখোশ, পটচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার বহুমুখী সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয় বিশাল এই শোভাযাত্রায়। অন্যদিকে, কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থনে বিকেলে এন্টালি থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত পদযাত্রা করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেড়ে। মিছিলের শুরুতেই প্রতিকী ভাবে বিজেপির'মৃত্যুঘণ্টা' বাজান তিনি। এদিকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই দুই মেগা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগও চরমে ওঠে। পূর্ব ও মধ্য কলকাতার অধিকাংশ রাস্তা বন্ধ অথবা যান নিয়ন্ত্রণের ফলে অফিস বা কাজ থেকে ফিরতে গাড়ি না পেয়ে নাকাল হতে হয়েছে। সেখানে মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল পাতাল পথ। তাই দুপুরের পর থেকেই এদিন মেট্রোতে তিল ধারণেরও যায়গা ছিলনা।

শেখ শাহজাহানকে সাজা দিতে বসিরহাটে জয় চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

অশোকনগরের সভায় উঠে এল দুর্নীতি থেকে ঘূর্ণিঝড়, করলেন রেখার প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: তৃণমূল সন্দেশখালির মা-বোনেদের অসম্মান করেছে। ভোটবঙ্গে শেষ তথা সপ্তম দফার আগে ভোটপ্রচারে ফের বঙ্গে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার অশোকনগর ও বারুইপুরে সভা করেন মোদি। অশোকনগরের সভা থেকে এদিন ফের একবার সন্দেশখালি নিয়ে তোপ দাগেন তিনি। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বারুইপুরেও এদিন সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণ কলকাতায় বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী এবং যাদবপুরের বিজেপি প্রার্থী অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করছেন মোদি।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে নিজের গাড়িতে করেই রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে সভাস্থলের দিকে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঞ্চে কড়া ভাষায় বক্তব্য রাখতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি বলেন, 'এমন ব্যবস্থা নেব যে এদের আগামী প্রজন্মও দুর্নীতি করার আগে ১০০ বার ভাববে।' ঘূর্ণিঝড় রেমালের জেরে দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে কলকাতা- সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা। রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে উঠে এলে ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গও। অশোকনগরের সভার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর বলেন, 'প্রথমেই মা কালীকে প্রণাম জানাচ্ছি। তাঁর আশীর্বাদেই আমরা সকলে মিলে ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করেছি। ঘূর্ণিঝড়ের উপরে লাগাতার নজর রেখেছিল ভারত সরকার। আমিও লাগাতার যোগাযোগ রেখেছিলাম। আমাদের এনডিআরএফ ও বাকিরা ভালো কাজ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার সবদিক থেকে রাজ্য সরকারকে যতটা সম্ভব সাহায্য করছে।'

এদিন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের হয়ে নির্বাচনী প্রচারে এসে ফের বাংলার দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী। যদিও এদিন বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র ছিলেন জনসভায়। একই সঙ্গে দাবি করলেন, তাঁর আমলে গত ১০ বছরে কেন্দ্রে কোনও দুর্নীতি হয়নি। মোদির কথায়, 'গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় স্তরে একটাও দুর্নীতি হতে দিইনি। বাংলায় দুর্নীতিকারীদের এমন ব্যবস্থা করব যে এদের আগামী প্রজন্মও দুর্নীতি করার আগে ১০০ বার ভাববে।' টেনে আনলেন সন্দেশখালি থেকে কেশপুরের সন্ত্রাসের প্রসঙ্গও। তৃণমূলের পাশাপাশি বাম এবং তারও আগের কংগ্রেস সরকারকে দায়ী করেছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়,পশ্চিমবঙ্গে কারখানা বন্ধ, চাকরি নেই। এই দুর্দশা কে করল? প্রথমে কংগ্রেস লুটেছিল। তারপর বামেরা লুটেছিল। এখন তৃণমূল দুই হাতে লুট করছে। তিনজনেই পশ্চিমবঙ্গের দোষী।

হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছে মোদির গলায়। বলেন, ' তৃণমূল তো দূরে থাক, কারও ক্ষমতা নেই মোদিকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে সরিয়ে দেয়। ক্ষমতায় এলে এক এক টাকার হিসাব হবে। দুর্নীতিকারীদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' দাবি করেছেন, এর আগে লুট হওয়া ১৭ হাজার কোটি টাকা মানুষকে ফেরত দিয়েছে বিজেপি সরকার। ক্ষমতায় এলে বাংলায় লুট হওয়া টাকাও জনগণকে ফেরত পেতে সাহায্য করা হবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন ,বাংলায় লাগাতার খুন আর হামলার ঘটনা ঘটছে। ভোটের আগে বিজেপিকে কর্মীদের জেলে ভরা হচ্ছে। এই সব অত্যাচার সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক মানুষ বেরিয়ে এসে নিজের ভোট নিজে দিচ্ছেন। তৃণমূলকে আক্রমণ করে মোদি বলেন, তৃণমূলের বিধায়ক হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে। এখানকার সন্তরা সেই ভুল শুধরে নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তৃণমূল সেই সন্তদেরই গালিগালাজ করেছে। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, ইস্কনের সন্ন্যাসীদের অপমান করা হয়েছে। ভোটব্যাংককে খুশি করতে এবং ভোট জিহাদদের এগিয়ে নিয়ে যেতে এমনটা করা হয়েছে।' মোদি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের এক দিকে কয়লাখনি রয়েছে। অন্যদিকে উপকূল রয়েছে। স্বাধীনতার আগে বাংলা লক্ষ লক্ষ মানুষের রোজগারের ব্যবস্থা করে দিত। কিন্তু এখন সব কারখানা বন্ধ। পশ্চিমবঙ্গের এই দুর্দশা কে করল? প্রথমে কংগ্রেস লুটেছিল। তার পর বামেরা লুটেছিল। এখন তৃণমূল দুই হাতে লুট করছে তিন জনেই দোষী। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন দিল্লিতে কংগ্রেস এবং বামকে সমর্থন করবে। মানুষ সব খেলা বুঝে গিয়েছে। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রেখার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বসিরহাটের প্রার্থী রেখা কত সুন্দর ভাষণ দিয়েছেন! তৃণমূলের এ রকম কোনও নেতা নেই। এক জন গরিবের মেয়েকে সংসদে পাঠাতে বিজেপি কী ভাবে এত বড় পদক্ষেপ করল, তা দেশবাসী দেখল। আমার বিশ্বাস, তিনি নারীশক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন। আমি ওঁর সাহসকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। রেখাকে দেখে মনে হয় মা দুর্গার পূজারি রেখা। শাহজাহান শেখদের মতো নেতাদের সাহস যাতে না বাড়ে,তার জন্য রেখার জেতা প্রয়োজনীয়। তৃণমূল মাকে ভয় দেখিয়েছে, মাটিকে অপমান করেছে। তাই বাহাদুর বেটি রেখাকে জেতাতে হবে। এক জন গরিবের মেয়েকে সংসদে পাঠাতে বিজেপি কী ভাবে এত বড় পদক্ষেপ করল, তা দেশবাসী দেখল। আমার বিশ্বাস, তিনি নারীশক্তির হয়ে লড়াই করছেন। আমি ওঁর সাহসকে কুর্নিশ জানাচ্ছি। বাহাদুর বেটি রেখাকে জেতাতে হবে।'

নির্বাচনী জনসভার মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল রাজ্যবাসীর জন্য এক নতুন আশ্বাসের কথা। তিনি বলেন, 'রাজ্যের বাসিন্দাদের বিদ্যুৎ বিল মুকুব করা হবে। বিদ্যুৎ সংযোগ যোজনা নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। বাড়িতে সোলার প্ল্যান্ট বসানোর জন্য ৭৫ হাজার টাকা করে পরিবার পিছু দেওয়া হবে।' সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, '৭০ উর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য বীমা দেওয়া হবে।'

দু'দিন ধ্যানমগ্ন হবেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে: লোকসভা ভোটের প্রচার শেষ হলে ধ্যানে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে দু'দিন ধ্যানমগ্ন হবেন তিনি। সূত্রের খবর, মূল ভূখণ্ডের অদূরে যে শিলার উপর বসে ধ্যান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, সেই 'ধ্যানমণ্ডপম'-এ বসে ধ্যান করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী ১ জুন লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ। আট রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৫৭টি আসনে ভোটগ্রহণ ওই দিন। ওই দফাতেই ভোট রয়েছে মোদির কেন্দ্র বারাণসীতে। ৪ জুন ভোটগণনা। শেষ দফার ভোটের জন্য প্রচার শেষ হবে ৩০ মে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সূত্রে খবর, ৩০ মে সন্ধ্যা থেকে ১ জুন সন্ধ্যা পর্যন্ত; দু'দিন বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যানে বসবেন মোদি।

মমতার পদযাত্রায় মিলে গেল কলকাতা উত্তর থেকে দক্ষিণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চব্বিশের লোকসভা ভোট শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন। আগামী ১ জুন, শনিবার সপ্তম তথা শেষদফার ভোট। ওইদিন কলকাতা দক্ষিণ-সহ রাজ্যের মোট ৯ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ। তার আগে শেষদফার প্রচারে ঝাঁপিয়েছে সব রাজনৈতিক দলই। মঙ্গলবার শহরে ছিল হাই ভোল্টেজ প্রচার। একদিকে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় জোড়া রোড শো করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধেবেলা বেহালায় জনসভা। অন্যদিকে, একই সময়ে উত্তর কলকাতায় মোদির রোড শো। তার আগে দুই জেলায় দুটি জনসভা। সবমিলিয়ে মোদি-মমতার নির্বাচনী প্রচারে এদিন নজর রেখেছিল সব মহল। দমদম লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়ের সমর্থনে মঙ্গলবার মিছিল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পর কলকাতা উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মালা রায়ের হয়ে করেন পদযাত্রা। শেষে মমতা সভা করেন বেহালা চৌরাস্তায়। সেখানে দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়ের সমর্থনে জনসভা করেন তিনি। সেখানে দাঁড়িয়ে একের পর এক তোপ দাগেন মোদি সরকারকে। তার পর তুলে ধরেন নিজের সরকারের কাজের খতিয়ান। মনে করিয়ে দেন, বেহালায় এখন যে মেট্রো চলছে, তার কাজ শুরু হয়েছিল তিনি রেলমন্ত্রী থাকার সময়। আগে বেহালায় বৃষ্টি হলেই জল জমত। কলকাতা পুরসভা কোটি টাকা খরচ করে তিনটি পাম্প বসিয়েছে। তিনি বাংলায় সরকার গড়ার পর কোন কোন মন্দিরের সংস্কার হয়েছে,তা-ও জানিয়েছেন মমতা। কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারের কাজ কবে শেষ হতে চলেছে, জানিয়েছেন তা-ও। তিনি এ-ও জানিয়েছেন, ৩৪ বছরের বাম সরকারকে যদি অপসারণ করা যায়, তা হলে এ বার মানুষের আশীর্বাদে বিজেপি সরকারকেও ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে। গত দুদিন ধরে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় তাণ্ডব চালিয়েছে সাইক্লোন রেমাল। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উপকূলবর্তী এলাকা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল উদ্ধারকারী দল। মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে রেমাল এই যোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখেন, 'আমরা করব জয়'। সঙ্গে এই প্রসঙ্গে লেখেন, 'আমি ত্রাণের কাজ খুব কাছ থেকে দেখেছি। যারা এই বিপদে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার তরফে কৃতজ্ঞতা।' পাশাপাশি মৃতদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তিনি। রবিবার রেমালের তাণ্ডবের পর সোমবার নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক কর্মসূচি বাতিল করে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অটোয় চেপে পৌঁছে যান ত্রাণ শিবিরে।

বিচারপতিদের পিছনে কি গুন্ডা লেলিয়ে দেবেন?

ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারব্যবস্থার গলা টিপে ধরছে তৃণমূল। অশোকনগরের প্রচারমঞ্চ থেকে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যের শাসকদলকে তাঁর খোঁচা, এবার কি বিচারপতিদের পিছনে গুন্ডা লেলিয়ে দেবেন?

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল হয়েছে। যা নিয়ে রীতিমতো বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রায় মানেন না বলেও জানিয়েছেন। এদিন তাঁর সেই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন মোদি। তাঁর কথায়, 'ভোট জিহাদিদের সাহায্য করতে তৃণমূল যে লক্ষ-লক্ষ ওবিসিকে ধোঁকা দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট তার মুখোশ খুলে দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে, ৭৭ মুসলিম জাতিকে ওবিসি ঘোষণা করা অবৈধ, অসাংবিধানিক। এটা করা যায় না।' এর পরই তাঁর সংযোজন, 'তৃণমূল লক্ষ ওবিসি জওয়ানদের সাংবিধানিক অধিকার লুট করেছে।'

মোদির তোপ, 'হাইকোর্টের রায়ের পর তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেছেন? তাঁর আচরণ দেখেছেন? কীসব বলছেন উনি! আমি তো অবাক।' সংযোজন, 'আমাদের আদালতের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? এখানকার বিচারপতিদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে? বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে?'

এর পরই তৃণমূলকে তাঁর খোঁচা, 'এবার কি বিচারপতিদের পিছনে নিজেদের গুন্ডা লেলিয়ে দেবেন?'

তিন পুলিশ আধিকারিককে বদলি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির এসডিপিও আমিনুল ইসলামকে ভোটের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। এ ছাড়াও আরও দুই পুলিশকর্তাকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার ও রহড়া থানার আইসি। মঙ্গলবার জোড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে কমিশন। বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বসিরহাট জেলা পুলিশের মিনাখাঁর এসডিপিও পদ থেকে সরানো হয়েছে আমিনুলকে। উল্লেখ্য, মিনাখাঁ মহকুমার অধীনেই রয়েছে সন্দেশখালিও। এই এসডিপিও-র বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সুর চড়িয়েছিল। তাই তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শেখ শাহজাহান ও তাঁর অনুগামীদের কর্মকাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই বসিরহাট জেলা পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। আর সেই আবহেই পুলিশকর্তা আমিনুলকে বদলি করল কমিশন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinmay Mondal S/o. Vijay Mondal ও Mrinmoy Mondal S/o. Lt. V. Mandal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Anit Kumar Chakrabarti S/o. Aswini Kumar Chakrabarti ও Anit Kr. Chakraborty S/o. Lt. A. K. Chakraborty উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৮/২৩, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে ১৫৭৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipak Chatterjee S/o. Ranjit Chatterjee ও Dipak Kr. Chattopadhyay S/o. R. Kr. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, সুলোচনা দেবী ভুওয়ালকা, প্রয়াত মুন্নালাল ভুওয়ালকা, 18/1, শ্রী রাম ধাং রোড, পোস্ট অফিস- সালকিয়া, পুলিশ স্টেশন- মালিপাঞ্চঘোড়া, জেলা-হাওড়া-711106, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী প্রয়াত মুন্নালাল ভুওয়ালকাকে এখন থেকে শকুন্তলা ভুওয়ালকা হিসাবে পরিচিত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হাওড়া আদালতে নোটারি পাবলিকের সামনে, পশ্চিমবঙ্গ হলফনামা নম্বর E-3268 তারিখে 24 মে 2024 তারিখে সুলোচনা দেবী ভুওয়ালকা এবং শকুন্তলা ভুওয়ালকা উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী

আমি **Sudeb Roy** পিতা Suklal Roy ঠিকানা Santoshpally (No.10) P.O Aswininagar P.S Baguiati N24 Pgs, Pin-700159 এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমার কন্যা **Nidhi Roy** এর জন্ম শংসাপত্রে আমার স্ত্রী এর নাম ভুলবশত **Buli Roy Thakur** এর পরিবর্তে **Buli Roy** হয়ে গেছে। গত 22/05/2024 তারিখে Ld. Metropolitan Magistrate Kolkata কোর্টের এফিডেভিট নং 3189 দ্বারা **Buli Roy Thakur** এবং **Buli Roy** সর্বত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

CHANGE OF NAME

I, **Brett Manuk** S/O Late Errol Emrys Manuk and Wendy Celine Manuk, spouse of Gail Flora Manuk, residing at Windsor-The Residence, 170D, Picnic Garden Road, Block A, Flat 1A, Kolkata 700039, shall henceforth be known as **Brett Clayton John Manuk** as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore, West Bengal vide affidavit number 96AB197371 dated 18-3-2024. **Brett Manuk** and **Brett Clayton John Manuk** both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Gail Manuk** D/O Late Lawrence Lovett D'cruze and Doreen Veronica D'cruze, spouse of Brett Clayton John Manuk, residing at Windsor-The Residence, 170D, Picnic Garden Road, Block A, Flat 1A, Kolkata 700039, shall henceforth be known as **Gail Flora Manuk** as declared before the First Class Judicial Magistrate Alipore, West Bengal vide affidavit number 96AB197372 dated 18- 03-2024. **Gail Manuk** and **Gail Flora Manuk** both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি কমলিকা (KAMOLIKA) বিশ্বাস, স্বামী রাজেশ বিশ্বাস, ঠিকানা:-HB-8/1, Soudamini Apt., Aswini Nagar, Kolkata-700159, কোলকাতা নোটারি পাবলিকের 16/04/2009 তারিখের এফিডেভিট বলে আমার বিবাহের পূর্বে নাম পরিবর্তন করে কুহেলী বল্লভ থেকে কমলিকা বল্লভ হয়েছিলাম। কুহেলী বল্লভ, কমলিকা বল্লভ ও কমলিকা বিশ্বাস একই ব্যক্তি। Affidavit No.3139 Dated 22.05.2024 before the Metropolitan Magistrate Calcutta, Bankshall Court.

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রাবনী গাঙ্গুলী, স্বামী- শ্রী সঞ্জয় গাঙ্গুলী, পিতা- জগদীন্দ্রনাথ সেন, সাং দক্ষিণপল্লী বক্সীবাগান, পোঃ- রহড়া, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, সকলের জ্ঞাতার্থে জানাইতেছে যে, আমার পিতা- জগদীন্দ্রনাথ সেন জেলা-নদীয়া, কৃষ্ণনগর ডি.এস.আর. অফিসের I-9649 dt. ০৩.১২.১৯৮৬ তারিখের কোবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়া ভোগ দখলীকার ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ সূত্রে আমি উক্ত জমির মালিক হই এবং আমার সম্পত্তি রক্ষাবেক্ষণের অসুবিধা হেতু আমি শ্রী প্রকাশ সরকার, পিতা- গঙ্গেশ চন্দ্র সরকার, সাং- ভাতজাংলা পুর্বপাড়া, পোঃ- ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়াকে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসের ইংরাজী ০৮.০৯.২০২২ তারিখের I-11539/2022 নং একখানি আমমোক্তারনামা করিয়া দিয়াছি। উক্ত প্রকাশ সরকার এই আমমোক্তারনামা বলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবেন। যাহার মৌজা ৯২ নং কৃষ্ণনগর, দাগ নং এল.আর. ২৯৫৬, ২৯৬৫। এই ব্যাপারে কাহারো যদি কোনও আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে মে। ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ বুধ বার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রয়াণ দিবস।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

লিলুয়াতে লাইনচ্যুত লোকাল ট্রেন, ব্যাহত পরিষেবায় যাত্রী দুর্ভোগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রামেল ঘূর্ণিঝড়ের পর দিনেই সকালে হাওড়ার লিলুয়াতে আচমকাই লাইনচ্যুত হল লোকাল ট্রেন। যার জেরে বন্ধ ছিল হাওড়া মেইন লাইনে বন্ধ ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা। ঘটনার খবর পেয়ে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দ্রুততার সঙ্গে পুনরায় লাইনচ্যুত কামরাটিকে লাইনে তোলার কান শুরু করা হয়।

পূর্ব রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে মঙ্গলবার সকালে লোকাল ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনার জেরে পূর্ব রেলের হাওড়া মেইন লাইনে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। পাশাপাশি ডাউন লাইনে আপাতত বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল পরিষেবা। লিলুয়া স্টেশনের কাছে একটি লোকাল ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। ওই ট্রেনটিকে লাইনে তোলার কাজ চলছে। সেই কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে।

মঙ্গলবার সকাল ৭ টা ৫ মিনিট নাগাদ লিলুয়া স্টেশনের কাছে শেওড়াফুলি থেকে আসা একটি খালি ট্রেন লিলুয়া স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ই এই বিপত্তি ঘটে। লিলুয়া স্টেশন থেকে বেরনোর সময় লাইনচ্যুত হয়ে যায় ট্রেনটির একটি কামরা। মোট চারটি কামরা লাইনচ্যুত হয় পূর্ব রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে। যদিও খালি ট্রেন হওয়ার দরুন এই ঘটনায় কোনো যাত্রী হতাহতের খবর নেই। যদিও এর জেরেই ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেনের কামরাটিকে লাইনে তুলে বসানোর কাজ শুরু হয়। যদিও ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত করে দেখা হবে বলেই পূর্ব রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ নির্ধারণের জন্য একটি বিশদ তদন্ত করা হবে। যাত্রী ও রেল কর্মীদের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ভোটকর্মীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের ঘোষণা পূর্ব রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদা: শিয়ালদা শাখাতে ভোট কর্মীদের জন্য স্পেশ্যাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। জারি করা একটি নির্দেশিকাতে পূর্ব রেল এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই জানিয়েছে পূর্ব রেল।

আগামী ১ জুন রাজ্যের সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর এই নির্বাচনে ডায়মন্ডহারবার কেন্দ্রের নির্বাচন রয়েছে। তাই লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিয়োজিত বিপুল সংখক ভোটকর্মীর যাতায়াতের সুবিধার্থে পূর্ব রেলের শিয়ালদহ ডিভিশন ১ জুন এবং ২ জুনের মধ্যরাতে ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং এবং নামখানা থেকে শিয়ালদা (সাউথ) এর উদ্দেশ্যে কিছু স্পেশ্যাল ইএমইউ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নামখানা - শিয়ালদা স্পেশ্যাল ১ জুন রাত ১১ টা ৪৫ মিনিটে নামখানা থেকে ছেড়ে ২ জুন রাত ০২ টা ২০ মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে।

ডায়মন্ড হারবার শিয়ালদা স্পেশ্যাল ২ জুন রাত ১ টায় ডায়মন্ড হারবার থেকে ছেড়ে রাত ০২ টা ২৭ মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে।

ক্যানিং - শিয়ালদা স্পেশ্যাল ২ জুন রাত ১ টায় ক্যানিং থেকে ছেড়ে রাত ০২ টা ০৫ মিনিটে শিয়ালদা পৌঁছবে। স্পেশ্যাল ট্রেনগুলি হল্ট এবং ফ্ল্যাগ স্টেশন সহ সমস্ত স্টেশনেই থামবে।

এছাড়াও, ৩৪১৬৫ বজবজ - শিয়ালদা ইমইউ লোকাল ২ জুন রাত ১২ টা ০৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১২ টা ৩০ মিনিটে বজবজ থেকে ছাড়বে।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলের মোট আয় বৃদ্ধি ১৩.৬০ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিনক্লেয়ার্স হোটেলস লিমিটেড ৩১ মার্চ, ২০২৪ তাদের গত আর্থির বছরের ফলাফল ঘোষণা করল। য়েখানে হোটেল কর্তৃপক্ষ দেখিয়েছেন, গত আর্থিক বর্ষে তাদের মোট আয় ৬৫১২.৫৯ লক্ষ টাকা (৫৭৩৩.০৯ লক্ষ টাকা) এবং ইবিআইডিটিএ ৩১৩৪.১৬ লক্ষ টাকা (২৫৩৭.১২ লক্ষ টাকা)। এই সময়ে কর প্রদানের পূর্বে মুনাফা ছিল ২৫৪২.৫৪ লক্ষ টাকা (৩৮৪৪.৪৪ লক্ষ টাকা) যেখানে কর প্রদানের পরবর্তী মুনাফা ছিল ২০৫৪.১৯ লক্ষ টাকা। যা পূর্ববর্তী বছর ২০২২-২৩ -এ ছিল ৩১২৩.২০ লক্ষ টাকা। মার্চ ৩১, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকে, কোম্পানি মোট আয় পেশ করেছে ১৬৮৬.২০ লক্ষ টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের হিসেবে ১৪২৩.৪৪ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৮.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইসলামপুরের হাসপাতাল শিয়ালের কামড়ে আহত ১০, পিটিয়ে মারা হল শিয়ালকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: শিয়ালের কামড়ে মোট ১০ জন জখম। সোমবার রাতে ইসলামপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়ে একটি শিয়াল। তার পরেই ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা, আতঙ্ক। বেশ কয়েক জন শিয়ালের কামড় খাওয়ার পর রোগীদের পরিবারের লোকজন তাড়া করে শিয়ালটিকে পিটিয়ে মারেন। হাসপাতালের শয্যা ছেড়ে সবে বেরিয়েছেন বৃদ্ধ রোগী। কলের কাছে ওত পেতে বসেছিল জন্তুটি। চোখের পলকে কামড়ে জখম বৃদ্ধ। শুধু মাত্র ওই বৃদ্ধই নন, স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতের দিকে একটি শিয়াল হাসপাতালের পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকজনকে কামড়াতে থাকে। ঘটনায় জখম হন এক রোগী। ওই রোগী ছাড়াও হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষারত আরও ন'জনকে ঘায়েল করে শিয়াল। আহতদের প্রত্যেককেই প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। ঘটনার কথা চাউর হতেই, বাসিন্দারা লাঠি ও ঢিল মেরে শিয়ালটিকে মেরে ফেলেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, তাঁরা শিয়ালের দেহ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের আবাসনের কাছেই ফেলে পালিয়ে যান। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক আব্দুর রউফ বলেন, 'শিয়ালের কামড়ে আহতরা প্রত্যেকেই এখন সুস্থ রয়েছেন। তাঁদের প্রতিষেধক দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতে এত বড় ঘটনা ঘটল, অথচ আমায় কেউ জানায়নি! আবার শিয়ালটিকে মেরে আমার কোয়ার্টারের কাছে ফেলে রেখেছে! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। কিন্তু এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক করেনি তারা।

ময়নাগুড়িতে পুলিশের জালে চুরি চক্রের ২, উদ্ধার ৯ টি বাইক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ময়নাগুড়ি: জলপাইগুড়িতে চোরাই মোটর সাইকেল পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ২ যুবককে গ্রেপ্তার করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় উদ্ধার হল ৯টি বাইক। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ময়নাগুড়ি রানিরহাট মোড় এলাকা থেকে রেজাউল হক নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৪ টি বাইক। এরপর রেজাউলকে জেরা করে রুবেল হক নামে চ্যাংরাবান্ধা এলাকার আরও এক যুবকের খোঁজ পায় পুলিশ। চ্যাংরাবান্ধায় রুবেলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫ টি মোটর বাইক উদ্ধার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে এই খবর জানান জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমির আহমেদ।

আত্মঘাতী যুবতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী যুবতী। সেই সুইসাইড নোট উদ্ধারের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্কুলশিক্ষককে। ধৃত ব্যক্তি আবার একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবাইত এবং বিবাহিত বলে জানা গিয়েছে। জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানা এলাকার ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি যুবতীর পরিবারের। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ির শহরের এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওই যুবতী ও তাঁর পরিবার। সেখানেই স্কুলশিক্ষক তথা সেবাইতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু এই সম্পর্কের কোনও আঁচ পাননি বলেই দাবি যুবতীর বাবা প্রবাল বসুর। সোমবার সন্ধ্যায় বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন আদরপাড়ার বাসিন্দা ওই যুবতী। রাতেই সুইসাইড নোট উদ্ধার করে পুলিশ। সেই নোটের উপর ভিত্তি করে মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্ত দেবরাজ তলাপাত্রকে গ্রপ্তার করে পুলিশ।

রেমালের প্রভাবে বালুরঘাটে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন থানার দ্বীপখন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের দরপইলে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে। সেই তারের সংস্পর্শে আসতেই মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম সুর জাহান বিবি (৪৫)। সোমবার রাতে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলের দিকে বাড়ির পাশে পুকুরে বাসন মাজতে যাচ্ছিলেন সুর জাহান বিবি। এদিকে ওই রাস্তায় ঝড়ের কারণে আগে থেকেই রাস্তায় ছিঁড়ে পড়েছিল বিদ্যুতের তার। ওই রাস্তা দিয়ে পুকুরে যেতে তারের সংস্পর্শে আসেন তিনি। এরফলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। রাস্তায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে এক নাবালিকা। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে প্রতিবেশী ও বাড়ির লোকেরা। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক । মঙ্গলবার বালুরঘাট থানার পুলিশ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে। এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লালগড়ে হাতির হানায় মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: হাতির হানায় মৃত্যু হল শঙ্কর মাহাতো নামে এক ব্যক্তির। সোমবার গভীর রাতে লালগড় রেঞ্জের শালবনি থানার অন্তর্গত গাড়রা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে বন দপ্তর এবং পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সূত্রের খবর, বটডাঙ্গায় মনসা পুজো দেখে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন বছর ৫৭-র শঙ্কর। জঙ্গলের রাস্তায় আচমকাই তিনি হাতির সামনে পড়ে যান। হাতি দেখে ছুটে পালানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন তিনি। হাতি তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তৃণে অস্ত্র থাকলেও কাজে লাগানোর মুন্সিয়ানা নেই বিরোধীদের

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের সার্চলাইটে বসিরহাট। কারণ, এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে সন্দেশখালি। যা এবারের নির্বাচনে অন্যতম বড় ইস্যু। শুধু বাংলা নয়, জাতীয় রাজনীতিতেও কাঁটাছেড়া শুরু হয়েছে সন্দেশখালির নিয়ে। এমনকী লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বারেবারে নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে অমিত শাহের বক্তব্যে উঠে এসেছে সন্দেশখালি প্রসঙ্গ। এদিকে আশ্চর্যের ঘটনা হল, শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারি নিয়ে মহিলাদের দাবি-বিক্ষোভে যখন তপ্ত সন্দেশখালি তখনও এলাকার সাংসদকে একবারও সন্দেশখালিতে দেখা যায়নি। এমনই এক বিতর্কের আবহে লোকসভা ভোটে আর তৃণমূলের টিকিট পাননি নুসরত। পরিবর্তে প্রার্থী করা হয় পোড় খাওয়া রাজনীতিক হাজি নুরুলকে। আর বামেদের ঘোড়া সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক এবং সন্দেশখালি-কাণ্ডের সময়ে জেল খেটে আসা নিরাপদ সর্দার। এই নিরাপদ আবার সারা ভারত খেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক, সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্যও। অন্যদিকে বিজেপির হয়ে প্রার্থী রেখা পাত্রকে। যিনি সন্দেশখালির আন্দোলনের মুখ। আর এই রেখা পাত্রকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার পর তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। এই সমগ্র ঘটনায় ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে আলাদা মাত্রা পায় বসিরহাট।তবে বসিরহাট নিয়ে কথা বলার আগে মাথায় রাখতে হবে, এই লোকসভা কেন্দ্রের অনেকটাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। সংখ্যালঘু ভোট এখানে প্রায় ৪৯ শতাংশ। হিন্দু ভোট ৫১ শতাংশ। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রটি এলাকার একদিকে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা। অন্যদিকে রয়েছে সুন্দরবন। মহকুমার বিচারে বসিরহাটে রয়েছে দশটি ব্লক। আর বিধানসভার বিচারে বসিরহাটে রয়েছে বসিরহাট দক্ষিণ, বসিরহাট উত্তর, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, বাদুড়িয়া এই সাতটি বিধানসভা। লোকসভা কেন্দ্রের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে বসিরহাটে দাপট দেখায় বামেরা। ১৯৫১ সালে প্রথম লোকসভা নির্বাচন হয়। জয়ী হন লাল পার্টির প্রার্থী রেণু চক্রবর্তী। বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের আপন ভাগ্নি তিনি। তারপর থেকে একে একে কখনও বাম, আবার কখনও কংগ্রেস, কখনও বাংলা কংগ্রেস এই লোকসভায় জয়ী হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে লাল ফিকে হয়ে সবুজ জোড়াফুল মাথা তুলে দাঁড়ায়। ২০০৯ সালে প্রথম লোকসভা ভোটে হাজি নুরুল ইসলামের হাত ধরে সেবার বৈতরণী পার করে রাজ্যের বর্তমান শাসকদল। ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন প্রয়াত বিধায়ক ইদ্রিস আলি। ২০১৯ সালে বসিরহাটবাসী জনপ্রতিনিধি হিসেবে পান টলিউড সেলিব্রিটি নুসরত জাহানকে।

তবে এবার সন্দেশখালিকে পাখির চোখ করেছে বামেরাও। বাম প্রার্থী নিরাপদ সর্দারের দাবি, এবার নিজের ভোট নিজে দেবেন সন্দেশখালির মানুষ, ভোট দেবে বসিরহাট। ২০১১-র পর এই অধিকার ছিল না। তবে এবার রোখা যাবে না। একইসঙ্গে সন্দেশখালির ঘটনা তুলে ধরে বলেন, 'দুর্নীতি দুষ্কৃতী রাজ হটাতে হবে। তবে বিভেদ করে যে বিজেপি, তাকে নিয়ে নয়। আর লাল ঝান্ডা না জিতলে গরিব মানুষের মুক্তি নেই। বামপন্থীরা জিতলে একটাও স্কুল বন্ধ হবে না, নারীদের সম্মানহানি হবে না। আমরা দাঙ্গা চাই না, বিভেদ চাই না, আমরা ঐক্য চাই।' পাশাপাশি নিরাপদ এও মনে করিয়ে দেন, 'এই ভোটের প্রধান বিষয় দেশ। দেশরক্ষার লড়াইয়ে নেমেছে বামপন্থীরা।' এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেন, 'কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর সবচেয়ে বেশি অপুষ্ট শিশু জন্ম নিয়েছে। সবচেয়ে বেশি বেকার হয়েছে দেশে। কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। চড়া হয়েছে খাদ্য থেকে জ্বালানির দাম। বলার কিছু নেই বলেই ভোটের আগে মন্দির-মসজিদ করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। ওরা বিভেদ চায়, আমরা ঐক্য চাই।' বামেদের তরফ থেকে যে দাবিই করা হোক না কেন, বসিরহাটে গত ২০১৪ সাল থেকে যে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে বিজেপি তা লোকসভা নির্বাচনের ফলেই স্পষ্ট। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি যেখানে সাড়ে ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, সেখানে ২০১৪ সালে তা বেড়ে হয় ১৮.৩৬ শতাংশ। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বেড়ে দাঁড়ায় ৩০.১২ শতাংশে। তবে আসন সেবারেও অধরা থেকে যায়। উনিশের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এখানে তুরুপের তাস ছিলেন টলিউডের তারকা অভিনেত্রী নুসরত জাহান।

তবে এবারে বসিরহাট কেন্দ্রে যে লড়াই হতে চলেছে তার প্রেক্ষাপট বড়ই ভিন্ন, এমনটাই ধারনা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। বিরোধীদের হাতে রয়েছে সন্দেশখালির মতো ইস্যু। সঙ্গে বিদায়ী সাংসদের ওপরেও মোটেই খুশি নন বসিরহাটের ভোটাররা। কারণ, এলাকার মানুষের মন যেমন ছুঁতে পারেননি নুসরত, ঠিক তেমনই সংসদে তাঁর উপস্থিতি এবং নিজের সংসদীয় কেন্দ্রের দাবিদাওয়া তুলে ধরা হাতে গোনা। গত ৫ বছরের বসিরহাটের বাসিন্দারা প্রাপ্তির ঝুলিতেও তেমন কিছুই নেই। এর প্রভাব যে শাসকদলের ওপরে এই নির্বাচনে পড়বে। সঙ্গে যেভাবে সন্দেশখালিকাণ্ডে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় হয়েছে তাতেও যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে শাসকদলের।

তবে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রও যে খুব একটা স্বস্তিতে আছেন তা নয়। কারণ, এরই মধ্যে সামনে এসেছে যে শাসকদল বা মুখ্যমন্ত্রীর মুণ্ডপাত তিনি করছেন প্রার্থী হওয়ার পর থেকে তিনি সেই মুখ্যমন্ত্রীরই প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথীর উপভোক্তা। ফলে তাঁকে সামনে রেখে সন্দেশখালি নিয়ে যে তাস খেলতে চেয়েছে বিজেপি তা এখন ব্যুমেরাং হয় কি না এখন সেটাও দেখার। আর এখানেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, বিজেপি এবং আইএসএফের নিম্নস্তরের সংগঠন বেশ দুর্বল এই বসিরহাটে। তাই অস্ত্র থাকলেও তার ধার বা ভারকে কাজে লাগানোর জন্য যে দক্ষতা থাকা দরকার তা নেই বিরোধীদের। যার ফলে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজে শাসকদল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ মে ২০২৪ ১৫ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বুধবার

দলীয় কর্মীকে মারধর, অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন সৃজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে আবারও আক্রান্ত সিপিএম। অভিযোগ এক সিপিএম কর্মীকে বেধড়ক মারধর করেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেই খবর কানে যেতেই অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরলেন সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। তুলে দিলেন পুলিশের হাতে।

ঘটনাটি ঘটেছে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের গাঙ্গুলিবাগান এলাকায়। জানা যাচ্ছে, আহত সিপিএম কর্মীর নাম মঙ্গলাচরণ চক্রবর্তী। পুলিশ সূত্রে খবর, সোমবার রাত্রিবেলা পার্টি অফিস বন্ধ করে রাতের খাবার কিনে বাড়ি ফিরছিলেন মঙ্গলাচরণ বাবু। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন তৃণমল আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁকে বলেন এবার যেন পোলিং এজেন্ট হিসাবে না বসেন। পাল্টা তাঁদের তিনি জানান, দল যা ঠিক করবে তিনি তাই করবেন।

অভিযোগ, এরপরই ওই তৃণমূলের দলবল তাঁকে মারধর করেন। আওয়াজ পেয়ে ছুটে আসেন প্রতিবেশী এক মহিলা। নাম শ্রীময়ী চক্রবর্তী। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাঁকেও মারধর করেন। এরপর আহত মঙ্গলাচরণকে বাঘাযতীন রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হন সৃজন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাসপাতালে যখন আহতদের ভর্তির প্রক্রিয়া চলছিল সেই সময় হাসপাতালে যান অভিযুক্তরা। বিষয়টি নজরে পড়ে যায় শ্রীময়ী দেবীর। তিনি সৃজনকে জানান বিষয়টি।

এরপরই দ্রুত সৃজন অভিযুক্তকে ধরে নেতাজি নগর থানার হাতে তুলে দেন তাঁকে। নেতাজি নগর থানা সূত্রে খবর, অভিযুক্তের নাম সোমনাথ রাউত। কিন্তু সে কেন ওই হাসপাতালে গিয়েছিল তার উত্তর পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাটুলি থানার পুলিশ। এ প্রসঙ্গে সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'উনি প্রবীণ কর্মী। ৬৬ বছর বয়স। হার্টের সমস্যা আছে। সেই সময় কিছু গুন্ডা আসে। বলে সিপিএম-এর হয়ে বুথে বসা যাবে না। উনি নিষেধ করতেই সঙ্গে সঙ্গে পেটে লাথি-ঘুষি। ওকে বাঁচাতে একজন ৭২ বয়সি ভদ্রমহিলা, ১৫ বছর বয়সী কিশোরী এগিয়ে আসে। ওদেরও মারে। আমি আপাতত ওকে তুলে দিয়েছি থানার হাতে।'

স্ট্রংরুমে ইভিএম কারচুপি নিয়ে তরজায় জড়াল বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্ট্রংরুমে ইভিএম নিয়ে কারচুপি হতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ আগেই করা হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। এবার সেখান থেকে আরও এক পা এগিয়ে রাজ্য বিজেপি সবাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করলেন, কারচুপির আশঙ্কায় ঘি ঢাললেন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। তিনি দাবি করলেন আইপ্যাকের এক বিশেষ সদস্য পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, এই ভাড়াটে ইভিএম বিশেষজ্ঞকে দিয়ে কারচুপি করতে পারে তৃণমূল। এরই রেশ ধরে হুঁশিয়ারির সুরে রাজ্য বিজেপি সভাপতি এও জানান, 'তৃণমূলের জন্য ওষুধও তৈরি রয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার জানান, 'আমরা আমাদের কর্মীদের সব জায়গাতেই সতর্ক থাকতে বলেছি। কারণ ছলের দুর্বুদ্ধির অভাব হয় না। দোসর আই প্যাক। কীভাবে একজন আইপ্যাক টিমের মহিলাকে কলকাতা পুলিশের শেল্টারে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সুকান্ত। সঙ্গে এও জানান, এই চক্রান্ত থেকে সাবধান থাকতে হবে।' ইভিএম কারচুপি নিয়ে অভিযোগ প্রথম তোলা হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। গত রবিবার তৃণমূলের তরফ থেকে জানানো হয়, কাঁথি কলেজের স্ট্রং রুমের পাশে বসে রয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেখানেই কারচুপির গন্ধ পায় জোড়াফুল শিবির। এর ঠিক এক সপ্তাহ বাদে গত রবিবার ইভিএম কারচুপি নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে। তিনি ফেসবুক লাইভ করে সরাসরি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও বিষ্ণুপুরের আইসি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। একই অভিযোগে রবিবার রাতেই সোচ্চার হন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। এরপর একই সুরে গলা মেলা মেদিনীপুরের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালও। বিজেপি প্রার্থীরা আশঙ্কা করছেন ইভিএম কারচুপি হতে পারে। আর তা থেকেই নিজেদের কর্মী সমর্থকদের সজাগ থাকার পরামর্শ দেনও তাঁরা।

এই আশঙ্কার কারণ হিসেবে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপির তরফ থেকে বারংবার অভিযোগ তোলা হচ্ছিল, গণনাকেন্দ্রে প্রভাব খাটিয়েছে তৃণমূল। তাই ফলের বদল হয়। এদিকে এবার এই ইভিএম কারচুপি নিয়ে সুকান্ত মজুমদার অভিযোগের আঙুল তুললেন তৃণমূলের পরামর্শদাতা আইপ্যাকের বিরুদ্ধে।

যদিও এ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনার পর ওদের নাটক সব শেষ। গ্যাস বেলুন ফেটে গিয়েছে। ওদের নিজেদের লোক গঙ্গাধর কয়ালই সব ফাঁস করে দিয়েছে। এগুলো ধামাচাপা দিতে এখন এই ধরনের অভিযোগ করে বেরাচ্ছে।'

জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মিছিলে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার পাণ্ডবেশ্বর রেলস্টেশন থেকে ফুলবাগান দুর্গা মন্দির পর্যন্ত মিছিল ও সভা করার কথা রয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের। কিন্তু তাতে বাধ সাধে সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ প্রশাসন। ফলে মিছিল ও সভার জন্য পুলিশি অনুমতি মিলছিল না। এই ইস্যুতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এদিনের এই মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন বেঞ্চ জানায়, বুধবার বেলা ১২টার সময় পাণ্ডবেশ্বর স্টেশন থেকে ফুলবাগান দুর্গা মন্দির পর্যন্ত ওই মিছিল ও সভা করতে পারবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

পাশাপাশি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের এই মামলায় মঙ্গলবার জেলায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। পুলিশের আচরণ প্রসঙ্গে বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'জেলায় পুলিশ নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে।' এদিন মামলার শুনানির সময় রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল, যেহেতু নির্বাচন চলছে, তাই বর্তমানে সভা ও মিছিলের অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও নির্বাচন কমিশনের থেকে জানানো হয়, তাদের কোনও আপত্তি নেই। যেহেতু এই মিছিলের সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই, তাই তাদের আপত্তি নেই বলে আদালতে জানায় কমিশন। এরপরই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কর্মসূচিতে সবুজ সংকেত দেয় আদালত।

রাজারহাটে পর্যটন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, রাজারহাট: সপ্তম দফা ভোটের মুখে খাস কলকাতার রাজারহাটে এক পর্যটন ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা ইডির। মঙ্গলবার সকালে রাজারহাটের ভাতেন্ডা এলাকায় ওই ব্যবসায়ীর আবাসনে পৌঁছন আধিকারিকরা। পাটনার একটি প্রতারণা মামলায় ওই ব্যবসায়ীকে জেরা করা হচ্ছে বলে খবর।

পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ীর নাম সন্তোষ বর্মা। দার্জিলিং, পুরী, ভুবনেশ্বর-সহ বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক হোটেল রয়েছে তাঁর। রাজারহাটের ভাতেন্ডা এলাকায় একটি বিলাসবহুল আবাসন রয়েছে তাঁর। মঙ্গলবার সকালে ইডির আধিকারিকরা পৌঁছে যান সন্তোষ বর্মার আবাসনে। বেশ কয়েকঘণ্টা ধরে চলে এই জিজ্ঞাসাবাদের পালা।

পুলিশ সূত্রে খবর, পটনার একটি ব্যাংক প্রতারণা মামলায় নাম জড়িয়েছিল কলকাতার এই পর্যটন ব্যবসায়ীর। সেই মামলাতেই এই তল্লাশি। ওই ব্যবসায়ীর পাশাপাশি সংস্থার আরেক ডিরেক্টরের বাড়িতেও এদিন হানা দেন ইডির আধিকারিকরা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলকে সনাতন বিরোধী তকমা

কমিশনের দ্বারস্থ শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনী প্রচারে বিজ্ঞাপনে তৃণমূলকে 'হেয়' করে দেখিয়েছিল বিজেপি। সেই ইস্যুতে তৃণমূল আদালতের দ্বারস্থ হয়। এরপরই হাইকোর্ট কড়া নির্দেশ দেয়, ভোটপ্রচারে এমন বিজ্ঞাপন সংবাদমাধ্যমে দেওয়া চলবে না। এরপর বিজেপি শীর্ষ আদালতের শরনাপন্ন হলেও হাইকোর্টের রায়ই বহাল রেখে রেখে বিজেপিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালতও।

এত কিছুর পরও মঙ্গলবার বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে নজরে আসে, 'সনাতন বিরোধী তৃণমূল' বিজ্ঞাপন। আর তা নিয়ে এবার নির্বাচনে কমিশনে নালিশ জানাল তৃণমূল। শাসকদলের দাবি, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এর জন্য ক্ষমা চাইতে হবে বিজেপিকে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া পেজে একটি পোস্ট করে তৃণমূলকে ফের 'সনাতন বিরোধী' বলে তোপ দাগা হয়েছে। ওই পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী ভুল উচ্চারণে নানা মন্ত্র বলে থাকেন বলেও উল্লেখ করা হয়। আর তাতেই আপত্তি তোলে তৃণমূল। এরপরই নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানো হয় জোড়াফুল শিবিরে তরফ থেকে। সঙ্গে এও দাবি করা হয়,২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকা এই পোস্টটি মুছে দিতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে। নাহলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

সাংসদ খুনের ঘটনার তদন্তে সিআইডির প্রশংসা বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধানের

ঘটনার মূল পান্ডার বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: বাংলাদেশের সাংসদ হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করল সিআইডি। অন্যদিকে, মঙ্গলবার নিউটাউনে ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তকারী দলের প্রধান হারুণ আর রশিদকে প্রশংসা করতে দেখা গেল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সিআইডির। জানান, সাংসদের খুনের ঘটনায় সিআইডি খুব আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে।

এদিকে এর পাশাপাশি বাংলাদেশ তদন্তকারী দলের তরফ থেকে এও জানানো হয়, যে খালে খুনের পর দেহাংশ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে ধৃতের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, সেখানে টানা তল্লাশি চলছে। এছাড়া নিউটাউনের ফ্ল্যাটে খুনের পর শৌচালয় সাফ করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। সেখানকার নিকাশি পাইপ ভাঙা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকার গোয়েন্দা প্রধান। প্রসঙ্গত, আনোয়ারুল হত্যাকাণ্ডের তদন্তে রবিবার ঢাকা থেকে কলকাতায় এসেছে ঢাকার গোয়েন্দাদের তিন সদস্যের দল। আপাতত এই ঘটনার তদন্তে থাকা সিআইডি-র সঙ্গে কাজ করা শুরু করেন তাঁরা। সোমবার থেকে যৌথভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে। খালগুলিতে তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে দেহাংশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছুই মেলেনি।

একইসঙ্গে তদন্তের গতিপথ নিয়ে মঙ্গলবারের সাংবাদিক বৈঠক থেকে বাংলাদেশের গোয়েন্দা প্রধান হারুণ আর রশিদ জানান, বাংলাদেশে ধৃতদের কাছ থেকে যে তথ্য মিলেছে, তার সঙ্গে এখানকার তথ্যপ্রমাণ, ধৃতদের বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া একাধিক ডিজিটাল এভিডেন্স হাতে এসেছে। তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান ঢাকার গোয়েন্দা প্রধান। সঙ্গে এও জানান, 'সিআইডিকে অনুরোধ করেছি, ওই ফ্ল্যাটের সুয়ারেজ পাইপ ভাঙার পাশাপাশি হাতিশালা ব্রিজের নিচের খালটি সার্চ করতে। বাংলাদেশে ধৃত তিনজনের সঙ্গে এখানে ধরা পড়া আসামির সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখছি। শনাক্তকরণের কাজ বিস্তারিতভাবেই চলছে। তদন্ত নিয়ে আমরা খুব কাজ করছি। হতাশ নই।' তবে এখানে ধৃতকে হেপাজতে নেওয়া হবে কি না সেই প্রসঙ্গে ঢাকার গোয়েন্দা প্রধান জানান, প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই হবে। তবে এখনই তা নিয়ে ভাবনা নেই। কতদিন এখানে থেকে তদন্ত করবেন তাও নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি তাঁরা।

এদিকে রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর সূত্রে খবর, বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় দেহাংশ খুঁজে পেতে ডুবুরি নামানো হয় নিউটাউনের হাটগাছা এলাকার অ্যাকোয়াটিকা পার্ক সংলগ্ন খালে। এর আগে ভাঙরের কৃষ্ণমাটি এলাকার বাগজোলা খালি পরপর চারদিন খালে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালায় সিআইডি। যদিও সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত কিছুই উদ্ধার হয়নি।

সিআইডি সূত্রে আরও খবর, ভাঙড়ের গাবতলায় খালে সাংসদ এর দুটি মোবাইল ফোন ও কোমরের বেল্ট সহ বাকি বেশ কিছু জিনিস ফেলা হয়েছিল বলে ধৃত জিহাদকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারে সিআইডি। সেখানেও ডুবুরি নামানো হবে।

(This is not an Offer Document. This is a CORRIGENDUM TO PROSPECTUS DATED MAY 24, 2024)

Associated Coaters Limited
Powder Coating and Wood Finish on Metals.

ASSOCIATED COATERS LIMITED

Corporate Identification Number: U28129WB2017PLC224001

Our Company was originally incorporated as 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' a private limited company under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies ("ROC"), Kolkata pursuant to Cer tificate of Incorporation dated December 22, 2017. The name of the company was changed from 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' to 'ASSOCIATED COATERS LIMITED'', consequent to conversion of our company from private limited company to public limited company, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company in the Extra-ordinary General Meeting held on October 24, 2023, and a fresh cer tificate of incorporation consequent to change of name was issued by ROC, Kolkata on December 19, 2023. The corporate identification number of our company is U28129WB2017PLC224001. For fur ther details please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on Page 121 of this Prospectus.

Registered Office: Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141.
Telephone: +91 98304 37701 | **Email:** info@associatedcoaters.in | **Website:** www.associatedcoaters.in
Contact Person: Heenal Hitesh Rathod, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAGJIT SINGH DHILLON AND MRS. NAVNEET KAUR

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the Equity Shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (BSESME)."

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 4,22,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF ASSOCIATED COATERS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 510.62 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 79.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 3,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 430.76 LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.21 % AND 26.33% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- AND THE ISSUE PRICE IS 12.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"). IN TERMS OF RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED, THIS IS AN ISSUE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 193 OF THE PROSPECTUS.

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 121/- PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 24, 2024

The Corrigendum is with reference to the Prospectus dated May 24, 2024 filed by Associated Coaters Limited in relation to the Issue with Registrar of Companies, Kolkata on May 24, 2024 and submitted with BSE Limited ("BSE") (SME Exchange).

Attention to the Investor is drawn:

1. To page no. 25, chapter titled **"Risk Factor"** of the Prospectus, the following Risk Factor shall be inserted after Risk Factor 24
   Risk Factor No. 25: "The shortage or non-availability of power facilities may adversely affect our business and have an adverse impact on our results of operations and financial condition.
   Our business processes require substantial amount of power facilities. The quantum and nature of power requirements of our industry and Company is such that it cannot be supplemented / augmented by alternative / independent sources of power supply since it involves significant capital expenditure and per unit cost of electricity produced is very high in view of increasing oil prices and other constraints. We are mainly dependent on State Government for meeting our electricity requirements. We do not have arrangements for alternative / independent sources of power supply as of now. Any disruption / power failure shall directly affect our production which in turn shall have an impact on profitability and turnover of our Company." The subsequent numbering of the other Risk Factors shall change accordingly.
2. To page no. 145, chapter titled **"Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations"** of the Prospectus, the following Comparison shall be inserted

COMPARISON OF FY 2021-22 WITH FY 2020-21

Revenue from operations: Our revenue from operations in financial year 2020-21 was ₹ Nil which was further increased to ₹139.41 Lakhs in financial year 2021-22 due to expansion of business. Operations of the company started in later part of Financial Year 2022-23. Since, Company was not doing operations in Financial Year 2020-21, The Revenue for the said period is nil. Further in Financial Year 2021-22, the company earned its revenue which did not pertain to whole year as operations started in the later part of the year. Comparatively in Financial Year 2022-23 Company Earned revenue from operations which pertains to whole year and hence there is increase in sales in Financial Year 2022-23 as compared to Financial Year 2021-22.

The details of the rate of the products are mentioned below:

Types of Coating	Unit of Measurement	Price Range (In ₹)
Powder Coating	Per Sq. Meter	135-140
Wood finished Coating	Per Sq. Meter	450-550
PVDF Coating	Per Sq. Meter	1175

COMPARISON OF FY 2022-23 WITH FY 2021-22

Revenue from operations: Our revenue from operations is ₹358.94 Lakhs for the financial year 2022-23 as compared to ₹139.41 Lakhs for the financial year 2021-22 representing an incline of 157.47% on account of increase in expansion of business. Operations of the company started in later part of Financial Year 2022-23. Since Company was not doing operations in Financial Year 2020-21, The Revenue for the said period is nil. Further in Financial Year 2021-22 the company earned its revenue which did not pertain to whole year as operations started in the later part of the year. Comparatively in Financial Year 2022-23 Company Earned revenue from operations which pertains to whole year and hence there is increase in sales in Financial Year 2022-23 as compared to Financial Year 2021-22.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
GRETEX **GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED** A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (w), Delisle Road, Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400013. **Tel No.:** +91 96532 49863 **Email:** info@gretexgroup.com **Website:** www.gretexcorporate.com **Contact Person:** Mr. Arvind Harlalka **SEBI Registration No:** INM000012177 **CIN:** L74999MH2008PLC288128	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai – 400 093, Maharashtra, India **Telephone:** 022 - 6263 8200 **E-mail:** ipo@bigshareonline.com **Investor Grievance E-mail:** investor@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **Contact Person:** Mr. Vinayak Morbable **SEBI Registration Number:** INR000001385	Associated Coaters Limited Powder Coating and Wood Finish on Metals. **Ms. Heenal Hitesh Rathod,** Ashuti Khanberia Maheshtala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Mahestola, West Bengal, India, 700141 **Telephone:** +919830437701 **Email:** info@associatedcoaters.in **Website:** www.associatedcoaters.in Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre- Issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

For Associated Coaters Limited
Sd/-
Jagjit Singh Dhillon
Managing Director
DIN: 07980441

Place: West Bengal
Date: May 29, 2024

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 25 of the Prospectus before making any investment decision.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaaz

সম্পাদকীয়

দেশের রাজনীতিতে আদর্শের ওপর নির্ভর করে গভীর সমাজবোধের জায়গা হয় না

রাজনীতি সময় ও সমাজের ফসল। তা লক্ষ্যের দিকে চালিত হয় নেতৃত্বের কৃতিত্বে। ব্রিটিশরা যখন জাঁকিয়ে বসেছে এ দেশে, তখন প্রথমেই 'ভারত ছাড়ো' বা পূর্ণ স্বরাজের দাবি ওঠেনি। মতিলাল নেহরু, বদরুদ্দীন তৈয়বজি প্রমুখ স্বশাসনের দাবি তুলেছিলেন। এ ভাবে নরমে গরমে চলতে চলতে ব্রিটিশ-ঘেঁষা উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়রা প্রথমের দিকে খুব কড়া বিরোধিতা করেননি। এই এলিট শ্রেণির মধ্যে জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসুরা পড়লেও পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষের মতপার্থক্য শুধু যে ছিল তা নয়, ধীরে ধীরে তা বাড়তেও থাকে। প্রথম দিকে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন ভাবে হলেও গান্ধী যখন ভারতে এলেন, স্বাধীনতার আন্দোলন ভিন্নমাত্রা পেল। গান্ধী তো শুধুমাত্র রাজনীতিক নন, একই সঙ্গে দার্শনিকও। তাঁর মাধ্যমে দেশের মানুষ একটা দাঁড়ানোর জমি পেলেন। যা-ই হোক, স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য মোটামুটি ভাবে একমুখীই ছিল বলা যায়। একে অপরের প্রতি নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা এবং স্নেহের সম্পর্কও ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর্বে দেশভাগের দাঙ্গা ও তার পরিণতিতে শরণার্থী আগমন দেশকে ক্রমশ বিপর্যস্ত করে তোলে। ইতিহাস বলে, জওহরলাল নেহরু বাংলার শরণার্থী মোকাবিলার জন্য ততটা সক্রিয় হননি, যতটা হয়েছিলেন পঞ্জাবের ক্ষেত্রে। গান্ধী ও নেতাজির অনুপস্থিতি সমস্যা আরও জটিল করে তোলে। অনেক আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক দল যেমন গজিয়ে ওঠে, তেমনই উঠে আসেন সেখানকার নেতারা। এক সময়ে যে ঐক্য এবং জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ছোটখাটো ভিন্নতা ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যেত, সেই পরিস্থিতি আর রইল না। নেতৃত্বের ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিস্বার্থ এসে গেল। বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে অ্যাজেন্ডা-ভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হল। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে যেমন নেতারা উঠে এলেন, মানুষ সরিয়ে দিলেন আগেকার মতো উচ্চশিক্ষিত এলিট নেতাদের। পরিবর্তে স্থানীয় ও স্বল্পমেয়াদি উদ্দেশ্য পূরণ অগ্রাধিকার পেল। আদর্শের উপর নির্ভর করা কোনও গভীর সমাজবোধের আর জায়গা হল না। কেননা তত দিনে সময় সমস্যা ও জটিলতা নিয়ে ভারাক্রান্ত।

আনন্দকথা

সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই-একজন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা, উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন।

মাস্টার ঘরে প্রবেশ করিতছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, "ওই রে আবার এসেছে!" — বলিয়াই হাস্য। সকলে হাসিতে লাগিল। মাস্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। — আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন — ইংরেজী পড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১৮৬৫ *বিশিষ্ট ম্যাগাজিন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সুব্রত সেনের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মদুগুলা বেনুগোপালা রেড্ডির জন্মদিন।*

আমিষ-নিরামিষ দ্বন্দ্বমূলক নয় পারস্পরিক সম্মানার্হ

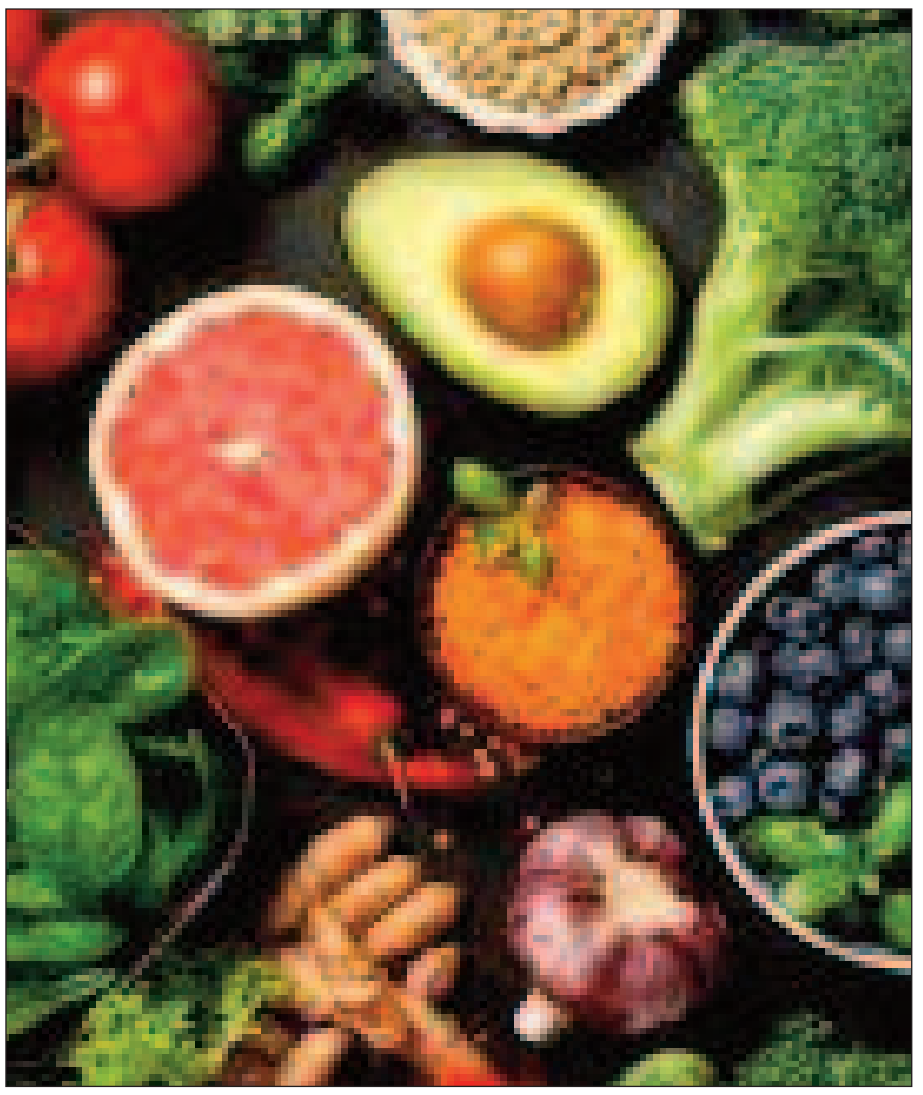

শান্তনু রায়

এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষ হল বিবিধের মাঝে মিলন মহান। পোশাক আশাক আহারে খাদ্যাভাসে কত বৈচিত্র্য-তবু সবাই ভারতবাসী, জাতিগতভাবে ভারতীয় এই চেতনাই দেশবাসীকে একতাবদ্ধ করে রেখেছে। অবশ্য আসন্ন লোকসভার নির্বাচনের আবহে ইদানীং যা হয়ত বেশ বাজার গরম করছে তাহল আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক।এ রাজের শাসকদল ভোটের প্রচারে বলে যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী কেন্দ্রের শাসক দল যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে সেখানেই আমিষ খাবার বন্ধ করে দিয়েছে এবং এরা আবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে নাকি এ রাজ্যেও মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে।এই আবহে 'অনুপ্রেরণায়' কিংবা কাটতি বাড়ানোর লোভে কোন কোন সংবাদপত্রেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে 'নিরামিষ তন্ত্রের দমন পীড়ন' কিংবা 'খাওয়ার পাতে রাজনীতি' এমন আখ্যান নির্মান ও (অপ)প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক নিউজপ্রিন্ট ব্যয়িত হচ্ছে।যদিও দেশের কোথাও আইন করে বা সরকারি নির্দেশে আমিষ খাবার নিষিদ্ধ বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমনটা জানা যায়নি। গত ১২ই এপ্রিল উধমপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নাম না করে রাহুল গান্ধী ও তেজস্বী যাদবকে আক্রমন করতে গিয়ে ঠিক কি বলেছিলেন সেটা ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্র সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে প্রায় সকলেরই জানা।তবুও নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ঐ বক্তৃতার প্রেক্ষিতে কিছু কলমচি আসন্ন লোকসভার নির্বাচনের আবহে তৎপর এই বোঝাতে যে সাধারণ মানুষের খাবারের পাতে প্রবেশ করল রাজনীতি কারণ সে ভাষণে নাকি প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন নবরাত্রি বা 'সাবন' চলাকালীন আমিষ খেলে তা 'মোঘল মানসিকতা'র প্রকাশ।

সংবিধান অনুসারে আহারের স্বাধীনতা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার-এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই; প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ভাষণে সেকথাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একজনের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি-রুচির সোচ্চার প্রদর্শন অন্যজন অর্থাৎ এক সহ-নাগরিকের বিরক্তির কারণ না হয়ে ওঠে সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। নিজস্ব রুচি বা খাদ্যাভাস অনুযায়ী একজনের আমিষ আহারের যেমন অধিকার আছে ঠিক তেমনই তার সহনাগরিক অপর একজনের যিনি তার নিকট প্রতিবেশী বা আত্মীয় হতে পারেন, অধিকার আছে আমিষে অসুবিধা হেতু নিরামিষ আহার বেছে নেওয়ার-তা সে ধর্মীয় বিশ্বাসে হোক বা শারীরিক সুস্থতার কারণে হোক। ধর্মীয় প্রভাবে ভারতের এক বিশাল জনসংখ্যার মানুষ নিরামিষাসী-তারা সারা বছরই নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। বাঙালি সাধারণভাবে মাছে ভাতে অভ্যস্ত হলেও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা সাধারনভাবে নিরামিষ খান। কোন কোন জনগোষ্ঠী আবার বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন-যেমন 'শাওন' মাসে। শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শেও নিরামিষ আহার গ্রহণ করেন। মনে রাখতে হবে নিরামিষ-আমিষ আহারের সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছলতার বিষয়টি সরাসরি সম্পর্কিত নয়। যেমন জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণবরা যত ধনীই হোননা কেন আমিষ খাবার খান না নিজেদের খাদ্যাভাস এবং নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী। তা এঁদের ভাবাবেগকে আহত করতে আমিষ ভোজীদের আমিষ খাওয়া প্রদর্শনের আদিখ্যেতা কি সমর্থনযোগ্য? পছন্দমতো আহার গ্রহণের কোন বিধিনিষেধ নেই এই বিধায় নিছক নিরামিষাসীদের দৃষ্টিকোনকে উত্যক্ত ও আঘাত করে অসম্মানিত করার উদ্দেশ্যে আমিষ প্রস্তুত ও ভক্ষন কিংবা ভক্ষনের পর এমনকী উচ্ছিষ্টেরও ছবি ভিডিওবন্দী করে সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই সুস্থ মানসিকতার পরিচয় হতে পারে না। সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় বক্তব্যের প্রেক্ষিতটিও জানা জরুরি সঠিক বিচারের স্বার্থে। প্রসঙ্গত গত সেপ্টেম্বরে রাহুল গান্ধী জামিনে মুক্ত থাকা আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যাস্ত লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে গিয়ে পাঁঠার মাংস রান্না করেছিলেন এবং তার ভিডিও সম্প্রতি শেয়ার করেছিলেন। আবার সম্প্রতি লালুপুত্র তেজস্বী ভোটের প্রচারে গিয়ে হেলিকপ্টারে মাছ খেয়েছিলেন এবং সেই মাছ খাওয়া প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে খাওয়া শেষে মাছের কাঁটাটি হাতে করে তুলে যে ভিডিও করেছিলেন তাও সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন। এই দু'টি ঘটনার উল্লেখ করেই প্রধানমন্ত্রী উদমপুরের জনসভা থেকে বলেছিলেন দেশের আইন কিংবা মোদীও কাউকে নিজের ইচ্ছেমত খাবার খেতে বাধা দেয় না — নিরামিষ বা আমিষ ইচ্ছেমত খাবার গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে সকলের। কিন্তু এরপর রাহুল ও তেজস্বীর নাম না করে তাঁদের প্রকাশ্যে আমিষ ভোজনের সাম্প্রতিক ভিডিওর উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন — 'ওঁদের উদ্দেশ্য আলাদা; কংগ্রেস এবং ইণ্ডিয়া জোটের অন্য সদস্যদের কারোরই দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে কিছু আসে যায়না। ওঁরা নবরাত্রির সময়ে এইসব ভিডিও দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে ব্যঙ্গ করে উত্তেজিত করতে চায় কারণ নবরাত্রির সময়ে আমিষ খাওয়ার ভিডিও মানুষের ভাবাবেগে আঘাত দেয়।এই আচরণকেই,আমিষ খাওয়াকে নয়, তিনি মোঘলদের মানসিকতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর এই তুলনা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু যে কোন দায়িত্বশীল সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমের বা ব্যক্তি বিশেষের উচিত সত্য প্রকাশের স্বার্থে উল্লেখ করা যে মোদী সেদিন নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যায় বলেছিলেন-যখন মোগলরা এদেশ আক্রমণ করেছিল তখন কেবল রাজাদের পরাস্ত করেই তারা সন্তুষ্ট হয়নি যতক্ষণ না মন্দির ধ্বংস করেছে একইভাবে শ্রাবণ মাসে ওই ধরণের ভিডিয়ো পোস্ট করে বিরোধীরা মোঘলদের সেই মানসিকতাই প্রকাশ করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর ঐ বক্তব্যের ভিত্তিতে কোন সংবাদ প্রতিবেদনের শিরোনামে উল্লেখিত 'মাছ-মাংসে মোদী দেখছেন মোগল মন' জাতীয় অনুসিদ্ধান্তে কিভাবে উপনীত হওয়া যায়, তা মৎস্য-প্রিয় অনেক বাঙ্গালির কাছেও বোধগম্য নয়।

প্রসঙ্গত ইদানীং এরাজ্যে এবং বাঙ্গালিদের মধ্যেও নবরাত্রি উৎসব পালনের রেওয়াজ হয়েছে; না এটা বিজেপি'র 'অনতিপ্রচ্ছন্ন অঙ্গুলি নির্দেশে' নয় — ঐ দলের প্রবল বিরোধী ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতজনের পরিবারেও। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, যখন অঞ্চলভেদে বা ধর্মভেদে আহারের পার্থক্যজনিত ভাবাবেগ অস্বীকার করে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে গিমিকের আশ্রয় নেন 'ভিন্ন সংস্কৃতি মানার' স্বঘোষিত নমনীয়তা বিস্মৃত হয়ে। এটা এক ধরনের ভণ্ডামি। যেমন বছর ছয়/সাত আগে দেখা গিয়েছিল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস এর সামনে এক বিশেষ সভায় নিজেদেরকে 'নাস্তিক' ও 'প্রগতিশীল' জাহির করার উদগ্র বাসনায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সামনে পরস্পর রণং দেহি রাজনৈতিক শিবিরের দুই মান্যবরের পরস্পরের মুখে বিশেষ একটি মাংস (বিশেষ ধর্মালম্বীদের কাছে যা নিষিদ্ধ) গুঁজে দেওয়ার ভণ্ডামির দৃশ্যটি। বর্তমান নির্বাচনী আবহে রাহুল গান্ধী বা তেজস্বী যাদবের আচরণ তার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। অথচ নরেন্দ্র মোদীর উধমপুরের সভায় ভাষণের পরে বিরোধীদলের নির্বাচনী জনসভাগুলিতে এবং কিছু সংবাদপত্রে অপপ্রচার শুরু হয়ে গেল দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যাঁরা মাছ খায় তাঁরা হিন্দুবিরোধী মোঘল। এর প্রতিক্রিয়ায় অনেকের মৎস্যলালসাও রাতারাতি যেন বেড়ে গেল। এরাজ্যের শাসকদলের প্রধান সেনাপতি ঘোষণা করলেন আগে তিনি একবেলা মাছ খেতেন প্রধানমন্ত্রীর ঐ বক্তৃতার পর থেকে দু'বেলা খাচ্ছেন। দলের রাজ্যসভার জনৈক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাংসদ আবার নবরাত্রি শেষ হওয়ার আগে নিজের বাসভবনে মাছের তিন রকম পদ দিয়ে ভোজের আয়োজন করে দেখাতে চাইলেন বাঙ্গালির মৎস্য প্রীতির সাথে সাথে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একাংশের ধর্মীয় ভাবাবেগকে পরোয়া না করার মহোদয়ের 'দৃঢ়তা' ও জেদ। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আবার নিজে হাতে রান্না করে মাছ খাওয়ানোর আমন্ত্রণ জানালেন এক নির্বাচনী সভা থেকে খোদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেই। কতিপয় দুষ্টুজনেরা আবার অবশ্য এর মধ্য দিয়ে এক সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বার্তার ইঙ্গিত খুঁজতে লাগলেন। এই রাজনৈতিক নবরঙ্গের মধ্যেও বঙ্গবাসীদের হয়ত সাময়িক আশংকাও জেগেছিল এই চাপান-উতোরে বাজারে না আবার মাছের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে যায়— ভাগ্যিস তেমন কিছু হয়নি। যাহোক 'প্রগতিশীলতা'র দেখনদারির এই ধরনের প্রচেষ্টা দায়িত্বশীল রাজনীতিকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত, এবং মানানসইও নয়। সংবাদপত্রেরও উচিত শীর্ষ প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বের তো বটেই যে কোন বক্তব্যের বিচার বিশ্লেষনে সঠিক প্রেক্ষিতটিতে অমনোযোগী না হওয়া। হয়ত অনেকে মনে করতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারটিকে গুরুত্ব নাও দিতে পারতেন। তবে এই ইস্যুতেও আক্রান্ত 'হিন্দুত্ববাদ' কোন কোন কলমচির নিদানে — অদ্ভুতভাবে এব্যাপারেও আক্রমনের তীরের অভিমুখ সেই 'হিন্দুত্ববাদ'।

অতীব বিস্ময়কর এই যে কোলকাতার ঐ প্রথমশ্রেণির বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত এক উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিজের ইচ্ছামত আহার গ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে সমালোচনায় করতে গিয়ে 'হিন্দু ধর্ম একটি যাপনচর্যা'-এ উল্লেখ করেও পরের বাক্যটিতে লিখতে হল যে 'হিন্দুত্ববাদ হল সেই ধর্মের নামে বিদ্বেষমূলক একনায়কতন্ত্রের পরিকল্পনা'। লক্ষ্যনীয় কোন রাষ্ট্রীয় আচরণ বা ব্যাখ্যান সম্বন্ধীয় অভিমত নয় এটি। তবে এই অতিসরলীকৃত ও একদেশদর্শী মন্তব্য বিমূঢ় ও ব্যথিত না করে পারে না 'হিন্দুত্ববাদী' নন এমনজনকেও। মহম্মদ আখলাখের দূর্ভাগ্যজনক ঘটনা স্মরণে রেখেও স্বাভাবিক কৌতুহল জাগে কোন 'গবেষণা'বলে এবিধ 'চমৎকার' এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলো!তখনও পর্যন্ত তো রামকৃষ্ণ মিশন ভারত সেবাশ্রম কিংবা ইস্কনের কোন 'বিচ্যুতি' আবিষ্কৃত বা ঘোষিত হয়নি। অনুমান করা যায় খ্রিষ্টধর্ম বা খ্রিষ্টধর্মঅনুসারীদের কিংবা শরীয়ৎ অনুসারীদেরকে নিশ্চয়ই এভাবে ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন করা যাবে না!

সংসদের অভিধান বলছে 'হিন্দুত্ব' কথার অর্থ হিন্দুধর্মানুসারী ভাব বা হিন্দুয়ানি। আর ক্ষিতি মোহন সেনের কথায়, সমুদ্রে নদীর মতো আগত সব ধর্মই ভারতে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। কোন ধর্মের বৈশিষ্ট্য বা মহত্বকেই ভারত বাধা দেয়নাই বা নষ্ট করে নাই।সকলে মিলিয়া পাশাপাশি সাধনা করিয়াছে।ইনকুইজিশানের ইতিহাস আমাদের দেশের নয়। এরপরও সবভুলে 'হিন্দুত্ববাদ'-এর মধ্যে 'বিদ্বেষমূলক একনায়কতন্ত্রের পরিকল্পনা'র খোঁজ পাওয়া শুধু উদ্দেশ্যমূলক কষ্টকল্পনা নয়, যে বিশেষ রাজনৈতিক দলটির প্রতি বিদ্বেষ — ভাবাপন্নতায় একচক্ষু হরিনের মত হিন্দুত্ববাদের এমন অভিনব ব্যাখ্যান নির্মানে প্রয়াসী হতে হয় হিতে বিপরীত রূপে তা সে দলেরই শিকড় সুদৃঢ় করতে অনুঘটকের ভূমিকা নেওয়ার সম্ভাবনা কি থেকে যায় না! প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে লিখেছেন হিন্দু জাতিও এক হিসাবে মুসলমানদেরই মতো ধর্মের প্রাকারে সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। তবে বাহ্য প্রভেদটা হচ্ছে এই যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধতা তাদের পক্ষে সকর্মক নয়, অহিন্দু সমস্ত ধর্মের সঙ্গে তাদের নন-ভায়োলেন্ট নন নন-কোঅপারেশন। (কালান্তর) ইতিহাসের সাক্ষ্যও এই যে নিঃসন্দেহে হিন্দু ধর্ম তুলনামূলকভাবে অনেক কম রেজিমেন্টেড এবং আগ্রাসী নয়। সেজন্যই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের এক অতি সাধারন (?) পূজারী ব্রাহ্মনও বিশ্বমানবতাবাদে নিজের বিশ্বাস সহজসরল ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে পারেন এই বলে যে, যত মত তত পথ। শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যে যেন এ দেশের ধর্মচেতনার এই বহুত্ববাদ রূপই — সহনশীলতার মর্মবানী সারাবিশ্বে ধ্বনিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত প্রায় চুরানব্বই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এও লিখেছিলেন-ধর্মমত ও সমাজরীতি সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমানে শুধু প্রভেদ নয় বিরুদ্ধতা আছে একথা মানতেই হবে। এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম।সম্প্রদায়ের গণ্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষে মানুষে মিলের যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দু'ই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল ততদিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও কোন হাঙ্গামা বাধে নি। কিন্তু এক সময়ে যে কারনেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতে ও খোঁচাতে শুরু করলে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখিত সেই 'একসময়' কখন কিভাবে এল তাতে কার কেমন ভূমিকা ছিল সে বিচার বিশ্লেষন যেমন এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয় তেমনই নয় 'পরস্পরকে ঠেকানো ও খোঁচানো'র সেই প্রয়াসের চরম পরিণতিতে যে তত্ত্বর ভিত্তিতে দেশবিভাগপূর্বক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি হয়েছিল তারই স্বাভাবিক প্রভাবজনিত পারস্পরিক অবিশ্বাস বিরূপতা আজও ক্রিয়া করে কিনা সে বিচারও।তবে বাস্তব অবস্থার নিরিখে সেই এতোকাল আগেও রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষন ছিল-জোর গলায় যেখানে বলছি আমরা এক, সূক্ষ্ম সুরে সেখানে অন্তর্যামী আমাদের মর্মস্থানে বসে বলছেন, 'ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে এক হবার মতো ঔদার্য তোমাদের নেই'। তাঁর মতে-ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল;আচারে মুসলমানদের বাধা প্রবল নয়, ধর্মতে প্রবল।

সেজন্য 'প্রয়োজনমূলক পোলিটিক্যাল ঐক্যে' আস্থাহীন তিনি জোর দিয়েছিলেন একেবারে গোড়ায় যাওয়ায় যেখানে সকল মানুষের মিলনের প্রতিষ্ঠা ধ্রুব। (কালান্তর)

উল্লেখ্য তাঁরই এক প্রণিধানযোগ্য অভিমত-'তালি এক হাতে বাজে না তেমনই কথা দুজনে মিলিয়া হয়'। প্রসঙ্গত চমস্কির বক্তব্য আজ প্রায়শ উদ্ধৃত হয় দিশার সন্ধানে, তিনি যে বৌদ্ধিক মহলে বহুল-আলোচিত তা তাঁর সত্য বলার সাহস ও সদিচ্ছার জন্যই। The responsiblities of Intellectuals এ যিনি উচ্চারন করেছিলেন -It is the responsiblities of intellectuals to speak the truth and to expose lie. তাঁর এই সাহসকে দুঃসাহসও ভেবে এড়িয়ে যেতে পারেন চুপ করে থাকা আজকের বঙ্গীয় বিদ্বজনেরা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ মালদার ৩ যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে মালদা তিন যুবক নিখোঁজ বলে দাবি। গত এক সপ্তাহ ধরে মালদার ওই তিন যুবকের কোনও খোঁজ নেই বলেও দাবি। তিনজনেই পৃথক ভাবে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং বিহারে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তিন যুবকের নিখোঁজের ঘটনা বিষয়ে ইংরেজবাজার, মানিকচক এবং পুখুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রায় পাড়া এলাকার বাসিন্দা শিবাই রায় (৩২)। তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। সেই তাগিদেই ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয় ওই যুবক। গত ১৫ দিন আগে বিহারের পাটনায় কাজে গিয়েছিল সে। পরিবারের দাবি, সেখানে কাজ করার সময় তাঁর মোবাইল ফোন হারিয়ে যায়। এরপর ১০০ টাকা ধার করে গত শনিবার সকালে বাড়ি ফিরে আসার কথা জানান। যেখানে একদিনে বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেখানে চার চার দিন কেটে গেলেও এখনও খোঁজ নেই শিবাই রায়ের। এই পরিস্থিতিতে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পরিবার। নিখোঁজ হওয়া পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত সদস্য অধিবিন্দ দাস।

একই রকম ভাবে মালদার মানিকচক ব্লকের ধরমপুর এলাকার বাসিন্দা ইন্দ্রনীল ঝাঁ উত্তরপ্রদেশের কানপুরে কাজে যান। ইন্ডিয়ান অয়েলের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন তিনি। ১৯ এপ্রিল ১০ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার কথা তাঁর। কানপুরের গঙ্গাঘাট বাস স্ট্যান্ডে নেমে টোটোতে করে রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন ওই যুবক। সেই সময় মায়ের সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল। তারপর থেকে নিখোঁজ ওই যুবক।

ঠিক একই রকম ভাবে পুখুরিয়া থানার গঙ্গাটোলা এলাকার এলাকার বাসিন্দা শেখ আইবুল গত একমাস আগে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন কাজে। এক সপ্তাহ আগে আইবুল শেখের সহকর্মীরা মালদার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসলেও, ওই যুবকের কোনও খোঁজ মেলেনি। পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পৃথক নিখোঁজের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গোঘাটে জলে ডুবে মৃত্যু এক বালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও পুকুরের জলে ডুবে বালকের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে। ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিংড়াপুর এলাকায়। মৃত বালকের নাম নিমাই সোরেন (৭)। জানা গিয়েছে, অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে যায় ওই বালক। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পরে উদ্ধার করা হয় ওই বালকটি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোঘাট থানার পুলিশ। ওই বালকটিকে চিকিৎসার জন্য কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলেই ঘোষণা করেন। এই বিষয়ে স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান, সকালে বালকটি খেলা করছিল। কখন পুকুরে পড়ে যায় তা জানা যায়নি। অবশেষে পুকুরে জলে ভাসতে দেখা যায়। বালকটিকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী অভিষেক রঞ্জিত পিতা কুশেশ্বর প্রসাদ সিং শ্রীমতি অর্চনা কুমারী স্বামী অভিষেক রঞ্জিত** জয়সওয়াল টাওয়ার - II, ফ্ল্যাট নং ১০২, ২য় তল, প্রেমিসেস নং ৭৯, ডায়মন্ড হারবার রোড, অজন্তা সিনেমার নিকট, পো. এবং থানা - পর্ণশ্রী, কলকাতা - ৭০০০৬০ **আরও** : উপহার অ্যাপার্টমেন্ট ৩য় তল, পি-৪, শান্তি কলোনি, বামা চরণ রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **আরও** - গ্রাম - দেসারি, পোস্ট অফিস - দেসারি, দেসারি বৈশালি, বিহার - ৮৪৪৫০৪ **আরও** - ১৬৮/ডি, রায় বাহাদুর রোড, পোস্ট এবং থানা - বেহালা, কলকাতা - ৭০০০৩৪ **শাখা - বেহালা পর্ণশ্রী**	**তপশিল 'সি'** **অংশ ১ : দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত** **অংশ ২ :** **স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৬০৭-২০২১, পৃষ্ঠা ৪৯২২৮২ থেকে ৪৯২৩২৭, দলিল নং ১৬০৭১৩২৯৮-২০২১ সালের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর বেহালা, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : শ্রী অভিষেক রঞ্জিৎ এবং শ্রীমতি অর্চ্চনা কুমারী** **প্রথম তপশিল উল্লেখ্য উক্ত প্রেমিসেস সম্পর্কিত** **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ বাস্তুজমি পরিমাণ ৬ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা : বেহালা, পরগনা বালিয়া, জেএল নং ২, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস দাগ নং ১২৮৩০, আরএস খতিয়ান নং ৪৩৭৩,থানা : পর্ণশ্রী,কলকাতা : ৭০০০৬০, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৯, ডায়মন্ড হারবার রোড, ওয়ার্ড নং ১৩২, অ্যাসেসি নং ৪১-১৩২-০৫-০০৭৬-৩, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৭ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** অন্যান্যর সম্পত্তি ভবন, **পূর্বে :** রাম নারায়ণ শাউ এর ভবন, **পশ্চিমে :** অন্যান্যর ভবন, জোন : ওয়ার্ড নং ১৩২ সম্পত্তি ডি এইচ রোডে চিহ্নিত করা যায়নি। **দ্বিতীয় তপশিল উক্ত উল্লেখনীয়** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২বিএইচকে ফ্ল্যাট নং ১০২ দ্বিতীয় তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, পরিমাণ ৮৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ৭৯, ডায়মন্ড হারবার রোড,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩২, থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০। দ্রষ্টব্য : পূর্বের ১৩(২) ধারাধীনে ১০.০৪.২০২৪ তারিখের ইস্যুকরা দাবি নোটিশ বাতিল হিসেবে গণ্য।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৫.০৫.২০২৪ এনপিএ তারিখ ৩১.০১.২০২৪	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৪০৫১৯৬২৩২২৫ এবং ৪১৬১৫০২০৩৪৪** **৩৬,৯২,১১৮ টাকা** (ছত্রিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ আঠার টাকা) ১৪.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।
২	**মহ. ফারুক হোসেন** পিতা মহম্মদ সুরজ রেনু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এস১, ৩য় তল, ৮৬, রঙ্গনাথপুর কলোনি, পশ্চিম বরিষা, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৬৩ **আরও** - আইটিসি সোনার (হোটেল) হাউস কিপিং, জেবিএস হালদান এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০৪৬ **আরও** - ৩৮/২এ, মমিনপুর রোড, থানা - একবালপুর, কলকাতা - ৭০০০২৩ **শাখা - খিদিরপুর**	**তপশিল 'সি'** **অংশ : ১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ ২ : স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৯০৫১ থেকে ৯০৭৪, দলিল নং ০১২০১-২০১৩, জেলা সাব রেজিস্ট্রার -২ অফিস, ডিএসআর-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **স্বত্বাধিকারী : মহ ফারুক হোসেন** **তপশিল 'এ' উক্ত উল্লিখিত মতে** **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ মানসারি কাকরালি বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৪ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৬, রঙ্গনাথপুর কলোনি, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৫ অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে:** শ্রী অখিল পালের ভবন, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** শ্রী স্বপন দে এর ভবন, **পশ্চিমে :** শ্রী মানস দে এর ভবন। **তপশিল 'বি' উক্ত উল্লিখিত মতে** **(ফ্ল্যাটের বিবরণ)** **সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এস-১, তৃতীয় তলে, দক্ষিণ দিকে তিনতলা ভবনের, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন এবং ১ টয়লেট, পরিমাণ ৫৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি উক্ত ভবনে পুরসভা প্রেমিসেস নং ৮৬, রঙ্গনাথপুর কলোনি, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ তপসিল 'এ' অধীনে জমি স্থিত ভবনের অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, ছাদ ইত্যাদির পশ্চিমবঙ্গ অ্যাপার্টমেন্ট ওনারশিপ আইন ১৯৭২ অধীনে ভোগদখলের অধিকার।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৮.০৫.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৭.০৫.২০২৪	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩২৭৮২৬৯৫০৪০** **সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩২৭৮২৬৯৭০৯২** **১০,৫৩,৪৯০ টাকা** (দশ লাখ তিপান্ন হাজার চারশ নব্বই টাকা) ১৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৯.০৫.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিসি উলুবেড়িয়া (৬২৯৭৭)
২য় তল, আভারিয়া ইন, মনসাতলা, উলুবেড়িয়া,
হাওড়া - ৭১১৩১৬ ইমেল : sbi.62977@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	মেসার্স নিউ অমিতা অটো সেন্টার (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বা : শ্রী নিতাই হালদার** পিতা সুবোধ হালদার গ্রাম - মহিয়ারি চুরামণি পাড়া, সরস্বতী ব্রিজের নিকট, পো. আন্দুল, মৌরি, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩০২ **আরও** - গ্রাম - রামচন্দ্রপুর, পো. সাঁকরাইল, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৩১৩ **শাখা - মশীলা**	**তপশিল 'সি',** **অংশ ১:** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত **অংশ ২ : স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া ৩ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি, মৌজা : রামচন্দ্রপুর, জেএল নং ৩১, সিএস দাগ নং ৩০৬, এলআর দাগ নং ৩২১, এলআর খতিয়ান নং ৬২/২, অবস্থিত গ্রাম : রামচন্দ্রপুর, পো : সাঁকরাইল, থানা : সাঁকরাইল, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১৩১৩, দলিল নং ০৪২৯৬, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৯৫৬ থেকে ৯৬৭-২০০৮ সালের। এডিএসআর রানিহাটি। সম্পত্তি **শ্রী নিতাই হালদার** পিতা সুবোধ হালদারের নামে।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৮.০৫.২০২৪ এনপিএ তারিখ ৩১.০৩.২০২৪	**ক্যাশ ক্রেডিট লোন এ/সি নং ৩১৬৭৬৯৩৩০০৬** **২৪,৯৯,১৯৫ টাকা** (চব্বিশ লাখ নিরানব্বই হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা) ৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে পরবর্তী সুদ ০১.০৪.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৯.০৫.২০২৪
স্থান - উলুবেড়িয়া, হাওড়া

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

যুনিয়ন বৈঁক Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার,
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬,
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **১২.০৬.২০২৪** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১২.০৬.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১১.০৬.২০২৪, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ. অকশনের তারিখ ও সময় ঘ. বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	মোট বকেয়া ২২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা- নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন। (সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগের ব্যক্তি- খুসবু আগরওয়াল - (মোবা. নং ৯৭৩৯৫ ১৭১০৪)**	ক. ১৯,৯৩,০০০/- টাকা খ. ১,৯৯,৩০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**১৮,৩৯,০২৩.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার তেইশ টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতা-মোল্লা মেডিকেল হল** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি-** জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং মৌজা ও গ্রাম শক্তিগড় এ অবস্থিত **মিসেস সালিমা মোল্লার নামে**, জেএল নং. নং ১৫৫,বার্সুল ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট- শক্তিগড়, থানা-বর্ধমান, জেলা বর্ধমান (পূর্ব) পিন-৭১৩১৪৯ পরিমাপ ১০৩৭ বর্গফুট এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৬" প্রশস্ত পঞ্চায়েত রোড, পূর্ব- বিজয় দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- অন্যের জমি, দক্ষিণ- মিনা দাশগুপ্তের জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু (মোবা. নং ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯)**	ক. ১২,৬৪,০০০/- টাকা খ. ১,২৬,৪০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**১৪,৭২,৮৭৮.০০ টাকা** (চোদ্দো লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত আটাত্তর টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতা- সাহেব আলি** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - প্রায় ৪.৭৫ ডেসিমেল পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ১১৪৩ বর্গফুট বিল্ডিং সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার বিক্রয় দলিল নং আই-৬৬/২০১২ তারিখ- ০৩/০১/২০১২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৪৫, এল আর প্লট নং ৭৩৩, রামপুরহাট, মৌজা - বগতুই পূর্ব, কবরস্থান -এর কাছে, জেএল নং ১০৯, রামপুরহাট। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের সম্পত্তি, দক্ষিণ- ১৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব- নূর আলমের সম্পত্তি, পশ্চিম- অন্যদের সম্পত্তি দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগ ব্যক্তি : কেএসপি সিনহা (মোবা. নং ৯১২৩০৬৬৯০৪)**	ক. ১৪,১০,০০০/- টাকা খ. ১,৪১,০০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**১৭,১৪,৩০৩.০০ টাকা** (সতের লক্ষ চোদ্দো হাজার তিনশত তিন টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বসু** **শাখা: কাঁকসা** **সম্পত্তি:** কাঁকসা ৩ নং কলোনি, কাঁকসা, এলআর- প্লট নং ১৩৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৫৬৮, জেএল নং ৮৬, মৌজা - কাঁকসা, পোস্ট. - পানাগড় বাজার, থানা - কাঁকসা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত প্রায় ৬.৪১ ডেসিমেল মাপের একটি একতলা ভবন সহ জমি। রামকৃষ্ণ বসুর নামে আছে। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগের ব্যক্তি- নন্দ কিশোর - (মোবা. নং ৭৯০৯০২৭৫৬০)**	ক. ৩৯,২১,০০০/- টাকা খ. ৩,৯২,১০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**১০,২৫,৩৫৫.০০ টাকা** (দশ লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতা-সাহানাজ টায়ারস** **শাখা- সাগরদিঘী** **সম্পত্তি- ১:** মৌজা বোখারা প্লট নং- ২৩৩২, খতিয়ান নং- ৩৫৮৯, পোস্ট- বোখারা, থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬-এ একটি দোতলা ভবন সহ জমি। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)**	সম্পত্তি - ১ -এর জন্য ক. ১১,০৫,০০০/- টাকা খ. ১,১০,৫০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**২৭,২৮,৭৩৯.০০ টাকা** (সাতাশ লক্ষ আঠাশ হাজার সাতশত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)
	সম্পত্তি- ২: মৌজা বোখারায় জমির প্লট, প্লট নম্বর ২২৯৭, খতিয়ান নং- ৩৩৮৪, পোস্ট- বোখারা থানা- সাগরদিঘী, পিন- ৭৪২২২৬। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগ ব্যক্তি: রাজীব কুমার (মোবা. নং ৮২৯২৬৬২২৬১)**	সম্পত্তি - ২ -এর জন্য ক. ৪,২০,০০০/- টাকা খ. ৪২,০০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	
৬.	**ঋণগ্রহীতা-সর্বরহা হার্ডওয়্যার** **শাখা-পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি** - জমি এবং তার উপর নির্মিত বিল্ডিং এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১২৯, এলআর প্লট নং ১৩৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১৭০, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮০ও ১৪৮১ বন্দুলের অধীনে, মৌজা-করোরি, জেলা-বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২২৪এ অবস্থিত **শ্রী সব্যসাচী রক্ষিতের মালিকানাধীন।** পরিমাপ ০.০৬ একর। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ৩০" প্রশস্ত পিডব্লিউডি রোড, পূর্ব- নিখিল চন্দ্রের শেড এবং জমি, পশ্চিম- হীরালাল কৌরের জমি, দক্ষিণ- দেবদাস চন্দ্রের শেড এবং জমি দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় সন্দীপ টুডু (মোবা. নং ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯)**	ক. ২২,১০,০০০/- টাকা খ. ২,২১,০০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**৩১,১০,২৪৪.০০ টাকা** (একত্রিশ লক্ষ দশ হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র)
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ :** জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭,এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **(সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল অধীন)** **যোগাযোগ ব্যক্তি: শ্রী উদয় কুমার পান্ডে (মোবা. নং ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫)**	ক. ৩,২৬,০০০/- টাকা খ. ৩২,৬০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**২,০৯,৪৫২.০০ টাকা** (দুই লক্ষ নয় হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা-বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা-** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **(সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন)** **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার (মোবা. নং ৭০৬৩৫৮৯৯৩০)**	ক. ১৭,২২,০০০/- টাকা খ. ১,৭২,২০০/- টাকা গ. ১২.০৬.২০২৪ (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা) ঘ. ১১.০৬.২০২৪	**২২,৮৯,৭৬৪.০০ টাকা** (বাইশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার সাতশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি **পরিদর্শনের** তারিখ এবং সময় হবে **১১.০৬.২০২৪** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https:-//www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর ১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১ -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ পনের (১৫) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন ৪-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H172993008 21054355	1. ঋণগ্রহীতা হিসাবে অজয় বিশ্বাস এবং 2. সহ-ঋণগ্রহীতাব্গণ হিসাবে বিনয় বিশ্বাস	**অনুসূচি - I** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : কল্যাণগড় মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 23 অধীনে, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং/পরিসর নং 23/75/170 হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত, উত্তর 24 পরগণা জেলায়, মৌজা বানবানি উবদের, থানা অশোকনগরে আর.এস. খতিয়ান নং 1380, জে.এল. নং 30, আর.এস. নং 230, তৌজি নং 442 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 1689 এবং 1710'র অংশ গঠন করা উহার ওপর কাঠামো সহ একত্রে প্রায় 08 1/4 শতক পরিমাপের সমগ্র জমি।	14-03-2024	06/03/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ2,310,789.86/-	23-05-2024 প্রতীকমূলক দখল নেওয়া
H005413009 21114106 & H005413009 21114106L & H005413009 21070444 & H005413009 21022204 & KOLHL2000 0048	1. মেসার্স বৈষ্ণবদেবী এন্টারপ্রাইসেস (ইহার মালিক রামদয়াল রায়ের মাধ্যমে) ঋণগ্রহীতা হিসাবে এবং 2. রামদয়াল রায় 3. রাজন রায় সহ-ঋণগ্রহীতাব্গণ হিসাবে	**অনুসূচি - I** দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির সীমার মধ্যেই, দক্ষিণদারী রোড, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 1145 (পুরনো 632) হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত, উত্তর 24 পরগণা জেলায়, থানা দমদম অন্তর্গত মৌজা দক্ষিণদারীতে আর.এস. খতিয়ান নং 785 (খান্দা), জে.এল. নং 24-এর সঙ্গে অনুরূপ সি.এস. খতিয়ান নং 135 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 1159'র অংশ গঠন করা উহার ওপর দণ্ডায়মান কাঠামো সহ একত্রে প্লট নং 11 হওয়া প্রায় 1 কাঠা এবং 8 ছটাক পরিমাপের সমগ্র জমি। **অনুসূচি - II** 400 বর্গফুটের সুপার বিল্ড-আপ আয়তন থাকা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা ওপেন গ্যারাজের সঙ্গে একত্রে 500 বর্গফুটের সুপার বিল্ড-আপ আয়তন থাকা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাট। যার সঙ্গে একত্রে অবিভক্ত আনুপতিক ভাগীদারি জমির পরিমাপ 4 কাঠা, 10 ছটাক, যা পড়ে এবং অধিষ্ঠিত এখানে - মৌজা সাতগাছি, জে.এল. নং 20, ই/পি নং 47 (এসপি) 59 এবং ই/পি নং 48 (এসপি) 60, সি.এস. প্লট নং 3018(পি)'তে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 33, (নতুন) পূর্ববঙ্গ কলোনী, বর্তমানে পরিসর নং 44/48, শ্যামনগর রোড, কোলকাতা-700 055, থানা দমদম, জেলা 24 পরগণা (উত্তর), দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যেই ওয়ার্ড নং 27। **অনুসূচি - III** অবিভক্ত আনুপতিক ভাগীদারি জমির পরিমাপ 2 কাঠা, 6 ছটাক এবং 37 বর্গফুট সহ একত্রে কমন সিঁড়ির সঙ্গে একত্রে সেকেণ্ড ফ্লোরের ওপর 727 বর্গফুট খোলা ছাদের সমস্ত খণ্ড ও অংশ। যা পড়ে এবং অধিষ্ঠিত এখানে : মৌজা - উদয়রাজপুর, জে.এল. নং 43, তৌজি নং 146, আর.এস. নং 6, সি.এস. খতিয়ান নং 967, আর.এস. খতিয়ান নং 966, সি.এস. এবং আর.এস. দাগ নং 511, এল.আর. দাগ নং 1466, এল.আর. খতিয়ান নং 2464, পরগণা আনোয়ারপুর, প্লট নং 63, হোল্ডিং নং 85, বসুনগর 3 নং গেট, থানা বারাসাত, জেলা - উত্তর 24 পরগণা, মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যেই ওয়ার্ড নং 7।	19-03-2024	06/03/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ1,30,13,881.05/-	24-05-2024 প্রতীকমূলক দখল নেওয়া

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 29.05.2024
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

স্ট্রং রুমে কারচুপির আশঙ্কা অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ষষ্ঠ দফায় ঘাটাল ও মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর এবার স্ট্রংরুমে কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করলেন বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি একটি ভিডিও ক্লিপিংয়ে বলেছেন, 'আমাদের কার্যকর্তাদের স্ট্রং রুম পাহারা দিতে বলেছি। কারণ আইপ্যাক এবং তৃণমূলের চোর বাহিনী স্ট্রং রুমের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের কিছু পুলিশও সিভিল ড্রেসে ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ট্রংরুম এলাকায়। তাই দলের কার্যকর্তাদের আরও সতর্ক ও সচেতন হয়ে মেদিনীপুরের জনাদেশ রক্ষা করার জন্য বলেছি।'

তিনি বলেন, 'স্ট্রং রুমে বন্দি ইভিএম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করার কারণ হলো ২৫ মে মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ সারাদিন বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। জনাদেশ বন্দি খড়্গপুরের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের স্ট্রং রুমে। অন্যদিকে ঘাটাল লোকসভার স্ট্রং রুম করা হয়েছে ঘাটাল শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে।' স্ট্রংরুম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি একটি বক্তব্য সহ একটি ছোট ভিডিও ক্লিপিং পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার নিজের গ্রুপে। ভিডিও ক্লিপিংয়ে দলের কার্যকর্তাদের উদ্দেশে তঁাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আইপ্যাক এবং শাসকদল তৃণমূল স্ট্রংরুমে গিয়ে কারচুপি করতে পারে, এক্ষেত্রে আপনারা সতর্ক থাকুন। কারণ তৃণমূল হল চোরের দল।' শাসকদলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এই চোর শাসক দল তৃণমূল আইপ্যাকের সঙ্গে জড়িত এবং পুলিশ প্রশাসন মিলিয়ে অনেক কিছুই করতে পারে। তাই কার্যকর্তাদের উদ্দেশে বলব আপনারা যে যখন পারবেন স্ট্রংরুমে গিয়ে পাহারা দেবেন।'

এরই সঙ্গে তিনি উদাহরণ দিয়ে বাঁকুড়ার সৌমিত্র খাঁয়ের ভিডিও নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তবে মেদিনীপুরের জনাদেশ নিয়ে তিনি বলেন, 'মেদিনীপুরের মানুষের সিদ্ধান্ত যাই হোক তা সবাই আমরা মাথায় পেতে নেব। কিন্তু সেটা যেন সঠিক হয় তার জন্য স্ট্রংরুমে ঘুরে বেড়ানো তৃণমূলদের আটকাতে হবে।' পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'কয়েকদিন আগে খবর এসেছে সিভিল ড্রেসে পুলিশ ঘোরাঘুরি করছিল স্ট্রং রুমের আশপাশে। তাই চোর এবং ডাকাতদের থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন। পাহারা দেবেন স্ট্রংরুমে।'

পুরনো ছন্দে ফিরছে সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রেমাল কাঁটা সরিয়ে পুরনো ছন্দে ফিরছে সুন্দরবন। দুর্যোগ কাটিয়ে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হল। তবে নদীর পাড়ের মানুষের চোখে মুখে এখনও আতঙ্ক। প্রশাসন ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রিপল তুলে দিলেন।

উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন ব্লক সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া রেমালের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হিঙ্গলগঞ্জ তারপরে সন্দেশখালি পাশাপাশি স্বরূপনগর সহ বেশ কিছু ব্লক। ভয় আতঙ্ক কাঠিয়ে সুন্দরবনের ফেরি চলাচল মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু নদীর পাড়ে বাসিন্দাদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ এখনও রয়ে গিয়েছে। সেই ছবি দেখা গেল সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জে। আয়লা, আমফান, ইয়াসের মতো বড় বিপর্যয় দেখেছে চোখের সামনে সুন্দরবনবাসী। এবার সামনে থেকে দেখল রেমাল। দুর্গতদের পাশে যেমন দাঁড়িয়েছে প্রশাসন, তেমনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের নির্বাচন জন প্রতিনিধিরা। বিলি করা হয়েছে ত্রিপল। ত্রিপল পেয়ে রীতিমতো খুশি সীমান্ত পারের বাসিন্দারা।

মানুষের অভিযোগ, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কারণে আমরা একটি ঘর পাইনি। ত্রিপল পেলেও ঘর পাচ্ছি না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বাংলার জন্য বড় বন্ধ করে দিয়েছে। আজ যদি আমাদের ঘর থাকত তো আমাদের এত চিন্তাই থাকত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, যাঁরা ঘরের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদেরকে ধাপে ধাপে ঘরের টাকা দেওয়া হবে। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি।'

রেমালে বন্ধ শখের যাত্রা, মন খারাপ খালনা গ্রামের

মনোজ চক্রবর্তী

উলুবেড়িয়া: গ্রামীণ বাংলায় শখের যাত্রা একটা সময় মানুষের একমাত্র বিনোদন ছিল। রাত জেগে হ্যাসাজডে লাইট জ্বেলে চলত যাত্রাপালা দেখা। বিনোদনের সেই পর্ব আজ ইতিহাস। পরবর্তী সময়ে যাত্রাপালায় আধুনিকতা এসেছে। গ্রামেগঞ্জে একদল যুবক আজও দিনের শেষে শখের যাত্রা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা ও বিনোদনের জন্য মহড়া দেন যাত্রাপালার। টানা ছয় মাস ধরে চলে মহড়া। উদ্দেশ্য গ্রামের পূজানুষ্ঠানে যাত্রা পরিবেশন করা। হাওড়ার জয়পুর, ঝিকিরা, শ্যামপুরের বিভিন্ন প্রান্তে আজও অনুষ্ঠিত হয় যাত্রাপালা। কিন্তু এই মুহূর্তে মন ভালো নেই হাওড়ার খালনার মানুষের। কারণ এতদিন ধরে গ্রামের মানুষ অপেক্ষা করেছিল খালনা গ্রামের গড়ামোষ এলাকায় ঐতিহ্যবাহী ১০৪ বছরের কালীপূজায় গ্রামের ছেলেদের যাত্রা দেখার। কিন্তু রবিবার ও সোমবার- পরপর দু' দিন রেমালের তাণ্ডবের ফলে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যাত্রাপালা।

জানা গিয়েছে, দুটি যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। রেমালের জন্য পরপর দু'দিন প্রস্তুতি নিয়েও বন্ধ রাখতে হয়েছে। বাধ্য হয়ে গ্রামের মনোরঞ্জন করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত, এখানে দেবী কালিকার সামনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে মেগা অঙ্কন প্রতিযোগিতা। বিচারক ছিলেন চিত্রশিল্পী সৈকত খাঁড়া।

স্থানীয় বাসিন্দা নন্দলাল হাজরা জানান, যে দিন থেকে এই পূজানুষ্ঠান হচ্ছে সেদিন থেকেই যাত্রানুষ্ঠান চলে আসছে। এবছর যাত্রা না হওয়ায় মনটা সত্যি খারাপ লাগছে। উল্লেখ্য, শখের যাত্রা বিভিন্ন কারণে আজ বন্ধের পথে। রেমালের জন্য খালনা গ্রামের গড়ামোষ এলাকার পূজোর যাত্রাপালা বন্ধ হওয়ায় মন খারাপ আনন্দময়ী তরুণ সংঘের কয়েকশো সদস্য ও কয়েক হাজার মানুষের।

প্রচারে তিরস্কৃত বিধায়ক ঊষারানি ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: হাড়োয়ার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় উপস্থিত না হয়ে দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করায় তিরস্কৃত হওয়ার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তৃণমূল প্রার্থী হয়ে প্রচার বিধায়িকা ঊষারানি মণ্ডল ও তাঁর স্বামী চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ২৬ মে হাড়োয়ার সার্কাস ময়দানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় ছিল সেই জনসভায় গড়হাজির ছিলেন মিনাখাঁর বিধায়িকা, ঊষারানি মণ্ডল চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল। এই নিয়ে রীতিমতো মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনা তিরস্কার ও একরাশ ক্ষোভ উড়ে দেন দলনেত্রী।

তারপর চেয়ারম্যান মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন যে, 'আমাদের দলে প্রয়োজন হলে তা হলে নিশ্চয়ই আমরা দলের হয়ে প্রচার করব, কিন্তু আমরা বিভিন্ন সময়ে হাড়োয়ার দু'নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি খালেক মোল্লা বিভিন্ন সময়ে অপমান করেছেন। দলে থেকেও সম্মান পাইনি সেখানে আমাদের রাগ অভিমান থাকতেই পারে। ঠিক তার ৪৮ ঘণ্টা বাদে তৃণমূল কংগ্রেসে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে ঊষা রানী মন্ডলও মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল ডেকে পাঠান। সেখানে গিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য জানাই। আমরা দলের ১৯৯৮ সাল থেকে সৈনিক, লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের হয়ে লড়াই করেছি আমরা আজকে তৃণমূল প্রার্থী শেখ হাজিনুল ইসলামের প্রচারে নেমেছি। আশাবাদী বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপুল পরিমাণ ভোটের জিতবে।'

ঊষারানি মণ্ডল বলেন, 'আমি বিধানসভায় দিদিকে একাধিকবার দুঃখের কথা জানিয়েছি আমাদের অভিমান হয়েছে ছিল সেটা মিটে গিয়েছে। তাই দলের সৈনিক হিসেবে দলের হয়ে প্রচারে নেমেছি।'

ভোট মিটতেই তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগে আহত ৪, উত্তপ্ত খণ্ডঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটপর্ব মিটে যেতেই উত্তপ্ত পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ। সোমবার রাতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের অভিযোগে আহত ৪জন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে বর্তমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযোগ,খণ্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগের অনুগামী অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধর করা হয়। অভিযোগ উঠেছে এলাকার ব্লক সভাপতির অনুগামীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে এলাকারই ব্লক সভাপতির অনুগামীরা রড, বাঁশ সহ ধারালো অস্ত্র দিয়ে অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর ছেলের ওপর চড়াও হন।

অঞ্চল সভাপতি হাবিবুর রহমান ও তাঁর ছেলে মেহেবুল রহমান সহ ৪ জন গুরুতর আহত হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় খণ্ডঘোষ এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ। যদিও ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলামের দাবি, গ্রাম্য বিভাগকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও যোগ নেই। তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, ব্লক সভাপতি এবং তাঁর অনুগামীরা ভয় দেখিয়ে মারধর করে এলাকা দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L01222WB1983PLC059695
রেজিঃ অফিস : আরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯, **ইমেল:** info@taiind.com
ওয়েবসাইট: www.taiind.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর, ২০২৩	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ, ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ, ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ, ২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৪২৫.০৯	২,৬৫৪.১৬	৭,২৬০.৮২	১৫,০৩১.৭৩	২৬,০২১.১৬
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	৮.৬৬	৯.৩৫	৭০.৮৩	১২৮.৩০	৬৩১.৯৩
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৮.৬৬	৯.৩৫	৭০.৮৩	১২৮.৩০	৬৩১.৯৩
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৬৩.৭১	৯.৩৫	৬৬.০৯	১৪০.৭৯	৪৬১.৪৪
৫	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৭১.৫০	৪০.৩৩	৪৩.৭৪	২৮৮.১৬	৪১০.২৭
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকা)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	২,২৯৫.৬৬	২,০৭১.১৪
৮	শেয়ার প্রতি আয়(₹১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) - (ক) মৌলিক (₹) (খ) মিশ্রিত (₹)	১.০৬ ১.০৬	০.১৬ ০.১৬	১.১০ ১.১০	২.৩৫ ২.৩৫	৭.৬৯ ৭.৬৯

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-তেও পাওয়া যাবে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN:- 00032965)

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ২৮ মে, ২০২৪

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড

CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭
ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৩ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৯৫.৯০	৩৩৯.৫৬	৭৪.৮৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	৫০.৬৮	২০৭.৬৮	২৪.৩৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫০.৬৮	২০৭.৬৮	২৪.৩৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪১.৬৭	১৬৩.৫৬	১৬.৯৫
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৪২.৩৪	১৬৪.২৩	১৫.৬৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো		২,৩৪৯.২৯	
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) : ১. মৌলিক ২. মিশ্রিত	০.৭৮ ০.৭৮	৩.০৭ ৩.০৭	০.৩২ ০.৩২

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১.০৩.২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।
খ) নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ - www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এ. কে. ডাবরিওয়ালা
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৪

পেবকো মোটরস লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ই-মেল: ro@pebcomotors.com, ওয়েবসাইট : www.pebcomotors.com
CIN : L67120WB1971PLC029802

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৪,৬৩৬.৯৫	৫,৮৩১.৩৫	৪,১০১.৬৭	১৯,২৩৩.৯৪	১৭,৬২০.০৩
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	৭০৪.৯৩	৯৯.৯৫	৪৪.৭২	৯৭২.৬৮	৬১৩.৮৫
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭০৪.৯৩	৯৯.৯৫	৪৪.৭২	৯৭২.৬৮	৬১৩.৮৫
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য(ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাপরবর্তী)	৮০৬.০৯	(১১.৮৪)	৫৫.২৭	৮০৭.৭২	৪২৯.৮৫
৫.	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/ক্ষতি সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (কর পরবর্তী)]	৩৯৯.৪৯	২৭৪.৭২	(২৬.২২)	১,০৫৩.২৯	৫১৬.০৮
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮	৯৯.৭৮
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৮,৫৮২.৬০	৭,৫৩৮.৫৩
৮.	শেয়ার-পিছু আয় (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) মূল এবং মিশ্রিত (টা.)	৪০.০৪	২৭.৫৩	(২.৬৩)	১০৫.৫৬	৫১.৭২

দ্রষ্টব্য :
১. মেসার্স পেবকো মোটরস লিমিটেডের ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরিচালন পর্ষদ তাদের ২৮ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন দিয়েছে। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ফলাফলের ''সীমিত পর্যালোচনা'' বহন করেছে।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com-তেও পাওয়া যাবে।

পেবকো মোটরস লিমিটেড-এর
বোর্ডের আদেশক্রমে
কিষাণ এন. পারিখ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00453209

তারিখ : ২৮.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

কানোরিয়া কেমিকেলস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

''কেসিআই প্লাজা'', ৭ম তল, ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৯
CIN: L24110WB1960PLC024910
ওয়েবসাইট: WWW.KANORIACHEM.COM ফোন নং: +৯১ ৩৩ ৪০৩১ ৩২০০

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষ সময়ের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্রম. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসোলিডেটেড		
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত
		(নিরীক্ষিত)			(নিরীক্ষিত)		
		৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৩
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪,৭৭০	৫৭,৮৫৩	১৫,৮৮৯	৩৬,১৭৫	১,৪৭,৬৭২	৪৪,৪৮৬
২.	অর্থ ব্যয়, অবচয় এবং ঘাত-শোষণ, ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব লাভ	৫৮৪	৩,২১৩	১১১	২,৯৩২	৭,১৯৮	২,৩০৩
৩.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	(১৯৪)	(৮৭)	(৬৯৪)	২০৬	(৩,৩৫৪)	(৩০১)
৪.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী দফার পরে)	(১৯৪)	(৮৭)	(৬৯৪)	২০৬	(৩,৩৫৪)	(৩০১)
৫.	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পরে)	৭৪	(১১২)	(৪৬৯)	(১,৫৬৯)	(৫,৫২৮)	(৯০)
৬.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪৫	(১১৮)	(৪৭০)	(১,৪৩৯)	(৪,৯২২)	(৪৫)
৭.	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে) নিয়ন্ত্রিত সুদের পর]	৪৫	(১১৮)	(৪৭০)	(৮৪৯)	(৩,৩৫৭)	(১৫০)
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫	২,১৮৫
৯.	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	৬১,৭৪২	-	-	৫৭,৯৪২	-
১০.	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতিটি) - মৌলিক এবং মিশ্রিত	০.১৮	(০.২৫)	(১.০৭)	(২.১২)	(৮.৭৯)	(০.৩৫)

দ্রষ্টব্য ঃ
১. প্রতিবেদনে কোম্পানির কোনও অতিরিক্ত দফা নেই।
২. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kanoriachem.com-তেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পক্ষে
আর. ভি. কানোরিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN: 00003792)

স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ : ২৮ মে, ২০২৪

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা পাঁচগাছিয়া রোড, পোঃ- কন্যাপুর,
আসানসোল - ৭১৩৩৪১ জেলা- বর্ধমান, পঃবঃ, ফোন : ০৩৩-৪০০৩০২১২
ই-মেল- cs@burnpurcement.com, ওয়েবসাইট- www.burnpurcement.com
CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৫০.৬১	৪,০৭৪.৩৯	৪,৬৯৬.৬৭	১৩৪৩৬.৬২	১৪৬২২.০৯
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(১৮৫৬.৩৭)	(৪৫১৫.৬৭)	(১২১৭.২৮)	(১০১১৫.৫০)	(৭০৬৪.৮৫)
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৮৫৬.৩৭)	(৪,৫১৫.৬৮)	(১,১৭৮.৪৩)	(১০,১১৫.৬৭)	(৭,০২৬.৯৫)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৬৪৫.১৬)	(৪,৫১৫.৬৮)	(১,১৮৯.২১)	(৯,৯১১.২২)	(৭,০৮৩.৪৩)
সময়কাল [সময়কালের(কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(১,৬৪৫.১৬)	(৪,৫১৫.৬৮)	(১,১৮৯.২১)	(৯,৯১১.২২)	(৭,০৮৩.৪৩)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি ১০/- টাকার)	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	(৫৪,২৭২.৫৪)	(৪৪,৩৬১.৩২)
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)					
মৌলিক :	(১.৯১)	(৫.২৪)	(১.৩৮)	(১১.৫১)	(৮.২২)
মিশ্রিত :	(১.৯১)	(৫.২৪)	(১.৩৮)	(১১.৫১)	(৮.২২)

দ্রষ্টব্য
১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ২৮ মে, ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩১ মার্চ, ২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইন্দ্রজিৎ কুমার তিওয়ারি
হোলটাইম ডিরেক্টর
DIN: 06526392

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৮ মে, ২০২৪

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KESORAM
রেজি. অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১
ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com; ইমেল : corporate@kesoram.com

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : ইনভেস্টর্স এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফাণ্ড অথরিটির অ্যাকাউন্টে বাধ্যতামূলক ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর

সংশ্লিষ্ট এই বিজ্ঞপ্তি কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা সংশোধিত মতে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০১৬ সালের (''আইইপিএফ রুলস'') রুলসের ইনভেস্টর্স এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) জারি করা হচ্ছে।
আইইপিএফ রুলস এবং অন্যান্য সংস্থান অনুযায়ী একাদিক্রমে সাত বছর বা তার অধিক সময় শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড ইনভেস্টর্স এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।
কোম্পানি ইতিমধ্যেই আর্থিক বর্ষ ২০১০-১১,২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ সালের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড সংগ্রহের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে জ্ঞাত করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি ইনভেস্টর্স এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হবে এবং কোম্পানি সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া ৩১ জুলাই ২০২৪ তারিখের মধ্যে সম্পাদন করবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের তালিকা কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kesocorp.com সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তা যাচাই করা যাবে।
সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলি ইনভেস্টর্স এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটির অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হলেও শেয়ারহোল্ডারগণ ডিভিডেন্ড(সমূহ) আইপিএফ অথরিটির কাছে আইইপিএফ এর ওয়েবসাইটে www.iepf.gov.in প্রদত্ত রিফান্ড/ক্লেম রিফান্ড প্রক্রিয়াধীনে দাবি করতে পারেন।
আরও বিস্তারিত তথ্য/বিশ্লেষণাত্মক তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ নিম্নোক্ত ঠিকানায় কোম্পানি/আরটিএ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
বিড়লা বিল্ডিং, ৯ম তল
৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড,
কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৩৫৪৫৩
ইমেল : corporate@kesoram.com
ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

এমসিএস শেয়ারস ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড
(ইউনিট - কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লি)
৩৮৩, লেক গার্ডেন্স, ২য় তল,
কলকাতা - ৭০০০৪৫
ফোন: +৯১ ৩৩ ৪০৭২৪০৫১
ইমেল : mcssta@rediffmail.com
ওয়েবসাইট : www.mcsregistrars.com

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
গৌতম গাঙ্গুলি
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ২৮ মে, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

জয়শ্রী নির্মাণ লি

রেজি. অফিস : রুম নং ৫০৩, ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৬৯
CIN NO.-L45202WB1992PLC054157
ই-মেল আইডি : jayshreenirmanlimited@gmail.com

৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের স্ট্যান্ডালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত

ক্রম নং	বিবরণাদি	স্ট্যান্ডালোন		
		বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ০১.০১.২০২৩ থেকে ৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত (নিরীক্ষিত)	পূর্ব বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
		'০০০ টাকা		
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২৮৫৩০৫	৭২০১৪	৭২৭২৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	১২৭৫৩	৬১০২২	৬০০০৮
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পরবর্তী	২৬৪৯	৫০৭৪৫	৪৮৩০৬
৪	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	১১১৭০৬৭	-১৯৩৯২২	-৬৬৬৭১৮
৫	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫০৬১২	৫০৬১২	৫০৬১২
	প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি	১০	১০	১০
৬	সংরক্ষণ পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব বর্ষের ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী	২৮২৮৮৪২	১৭১১৭৭৪	১৭১১৭৭৪
৭	মোট মূল্য	২৮৭৯৪৫৪	১৭৬২৩৮৬	১৭৬২৩৮৬
৮	শেয়ার পিছু আয় (মূল এবং মিশ্র)	০.৫২	১০.০৩	৯.৫৪

দ্রষ্টব্য :
২০১৫ সালের সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত সংযুক্ত হয়েছে।
তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www. jayshreenirmanlimited.com** থেকে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
জয়শ্রী নির্মাণ লিমিটেড'এর পক্ষে
অমিত এন প্যাটেল
ডিরেক্টর
ডিন : ০৯৭৯৫৫৪৮

তারিখ : ২৭.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

তিনদিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন নদিয়া সীমান্তে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তিনদিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন নদিয়ার সীমান্তবর্তী বানপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

সীমান্তবর্তী এই হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সীমান্তে প্রহরারত বিএসএফ কর্মীরা। আর এই সীমান্ত এলাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালে তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে জরুরি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা। সদ্যোজাত জন্মানোর পর দেওয়া হয় ভ্যাকসিন, আর সেই ভ্যাকসিন রাখতে হয় ঠান্ডা ফ্রিজে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় হাসপাতালে ফ্রিজ রয়েছে বন্ধ। ছোট বড় বিভিন্ন বয়সের অসুস্থ রোগীদের জরুরিকালীন গ্যাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অসুস্থ রোগীকে এই হাসপাতাল থেকে দশ থেকে বারো কিলোমিটার দূরে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে আসতে হচ্ছে। যার ফলে কিনা সীমান্তবর্তী এলাকার রোগীদের রাতের বেলায় অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে এমনিতেই রাতের বেলায় বাড়ি থেকে খুব একটা মানুষ বের হয় না। সেই জন্য যানবাহনও সেরকম ভাবে পাওয়া যায় না। ফলে জীবনদায়ী গ্যাস থেকে শুরু করে সরকারি ওষুধ এখানকার মানুষের যে কতটা প্রয়োজন তা না দেখলে বোঝা যায় না। আর এভাবেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকায় সীমান্তর মানুষের যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়ছে। হাসপাতালে সব রকম পরিষেবা চালু থাকলেও বিদ্যুৎ না থাকায় বেশিরভাগ পরিষেবা আজ অচল হয়ে রয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ দপ্তরকে বারবার জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরাও বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানিয়ে কোনও সুরাহা মেলেনি বলে অভিযোগ করছেন রোগীর পরিবার পরিজনেরা। এমনকি প্রসূতি বিভাগের কাজও রয়েছে বন্ধ বিদ্যুৎ না থাকার কারণে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি ঘটনার কথা স্বীকার করলেও ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। প্রান্তিক হাসপাতাল বলেই কি পরিষেবায় এতটা গাফিলতি? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিবার পরিজনেরা! এখন দেখার কবে বিদ্যুৎ পৌঁছয় এই হাসপাতালে। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে স্থানীয় রোগী থেকে রোগীর পরিবার-পরিজনেরা একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিল।

কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তারের পর নগ্ন করে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা এলাকার কংগ্রেস নেতাকে একটি মামলায় গ্রেপ্তারের পর নগ্ন করে মারধরের অভিযোগ উঠল মানিকচক থানার পুলিশের একাংশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, থানার মধ্যেই নগ্ন ওই কংগ্রেস নেতার ছবি মোবাইল বন্দি করে নদুই সিভিক ভলেন্টিয়ার। পাশাপাশি সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সমস্ত বিষয় নিয়ে ওই কংগ্রেস নেতার স্ত্রী তথা ধরমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কাদবানু বিবি মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব এবং মানবাধিকার কমিশনেও মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথি হালদারের বিরুদ্ধে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই মালদার রাজনীতিতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও এপ্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

পুলিশ সুপারকে অভিযোগে ধৃত কংগ্রেস নেতার স্ত্রী তথা ধরমপুর পঞ্চায়েত প্রধান কাদবানু বিবির দাবি, গত ২৩ মে রাতে পিকনিকের আসর থেকে পুরনো একটি মামলায় শাহজাহান শেখকে গ্রেপ্তার করে মানিকচক থানার আইসি পার্থসারথি হালদার। ওইদিন রাতে থানার মধ্যেই তাঁর স্বামী শাহজাহান শেখকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এমনকি পরনের পোশাক খুলিয়ে রীতিমতো থানার মধ্যেই নগ্ন করে রাখা হয় শাহজাহান শেখকে। এরপর ২৪ মে আদালতের মাধ্যমে শাহজাহান শেখকে ছ' দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়। স্বামী শাহজাহান শেখের সঙ্গে এরকম অমানবিক অত্যাচারের বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপার এবং মানবাধিকার কমিশনেও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মানিকচকের কংগ্রেস দলের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম। তিনি বলেন, 'পুরনো কোনও অভিযোগ অথবা মামলা থাকলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতেই পারে। তা বলে থানার মধ্যে দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে নগ্ন করে বসিয়ে রাখা এবং শাহজাহান শেখকে মারধর করা এটা মোটেই উচিত কাজ হয়নি। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। পুরো বিষয়টি দলের তরফ থেকেও পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে।'

সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য দেবজ্যোতি সিনহার দাবি, ও'ই কংগ্রেস নেতার বাড়ির মানিকচক থানার গোপালপুর এলাকায়। ২৩ মে শাহজাহান শেখকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি শুনেছি। কিন্তু পুলিশের এই অমানবিক আচরণের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়েছে।' যদিও পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, ধৃত শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে একাধিক সংঘর্ষ, বোমাবাজি, লুঠপাটের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। সেই পুরনো মামলায় ২৩ মে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে ধৃতের সঙ্গে এরকম কোনও ঘটনায় ঘটেনি। রীতিমতো কংগ্রেসের রাজনৈতিক চক্রান্তের জেরেই পুলিশকে বদনাম করা হচ্ছে।

আইসিডিএস সেন্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রশাসনিক আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ধান্ডাডিহি গ্রামের ৬৫ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে মঙ্গলবার আসেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, সোমবার অণ্ডালের ধান্ডাডিহি গ্রামের ডাঙাল পাড়ার ৬৫ নম্বর আইসিডিএস সেন্টারে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়াদের অভিভাবক ও স্থানীয়দের একাংশ। তাঁরা অভিযোগ করেন, প্রতি শনিবার অন্যান্য সেন্টার খোলা থাকলেও ৬৫ নম্বর সেন্টারটি বন্ধ থাকে। পড়াশোনা নিয়মিত হয় না, এছাড়াও নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন তাঁর। যদিও সোমবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন সেন্টারের শিক্ষিকা। স্থানীয়দের দাবি, খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার সেন্টারে যান সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সিডিপিও পাভেল রাই ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। তাঁরা স্থানীয়দের অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সেন্টারের শিক্ষিকার সঙ্গেও কথা বলেন।

পাভেল রাই বলেন, 'সব পক্ষের সঙ্গে কথা বললাম। আধিকারিকের কাছে রিপোর্ট জমা দেব।' গ্রামবাসীদের পক্ষে অজয় পাত্র বলেন, 'সেন্টারটি পরিচালনার জন্য চারজনের বেনিফিসারি কমিটি রয়েছে। কমিটির বৈঠক ডেকে সেন্টারের ঘাটতিগুলো নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছি আমরা।' অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

তারকেশ্বর তেঘরি কালী মন্দিরের দখলে আদালতের নির্দেশ

প্রায় একমাসের নিত্য ও বাৎসরিক পুজোর দায়িত্ব হালদার পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: তারকেশ্বর তেঘরি গ্রামের প্রায় ২০০ বছরের পুরনো কালী মন্দিরের দখল ঘিরে গণ্ডগোলের বিষয়ে সাময়িক নির্দেশিকা জারি করল আদালত। চন্দননগর মহকুমা আদালতের নির্দেশে চলতি মাসের ২১ ও ২৪ তারিখ দু'টি নির্দেশিকা জারি হয়। নির্দেশিকায় ১৯ জুন ২০২৪ পর্যন্ত হালদার পরিবার নিত্য ও বাৎসরিক পুজোর দায়িত্ব পালনের অধিকার পেল। আদালতের নির্দেশে এর সঙ্গে আরও জানানো হয়েছে, এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা নজর রাখবে। এই বিষয়ে তারকেশ্বর থানাকেও নির্দেশ পাঠিয়েছে আদালত।

এই বিষয়ে হালদার পরিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে, 'বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে সেবায়েততের দায়িত্ব পাওয়ার সমস্ত নথি আদালতে জমা দেওয়ার পর আদালত এই নির্দেশিকা জারি করেছে। সত্যের জয় একদিন হবে এই আশা আমাদের ছিল। আশা করি দ্রুত স্থায়ী ভাবে এই নির্দেশিকা জারি হবে।' যদিও হালদার পরিবারের বিরোধীদের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- **কাজের নাম ঃ** দুই বছরের জন্য এমএসইউ সার্ফেসে ফাটল সনাক্তকরণ এবং ওয়েল্ডিং-এর মাধ্যমে ফাটল ধরা এমএসইউ মেরামতির জন্য এমএসইউ-এর ডিপিটি। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২৪,৩২,৪২১.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪৮,৭০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৬.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.০০ টা (প্র.ভা.স.) পর্যন্ত। **নোটিশ বোর্ডের ঠিকানাঃ** ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/আরএস/সি-এর অফিস, দমদম কার ডিপো কমপ্লেক্স, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০৯০। সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য **https://www.ireps.gov.in** দেখুন।

ই-টেন্ডার নং.ঃ এমআর-ইএল-আরএস-এনওএ-ওটি-২৩-২৪-০৮

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

SBI — **এসবিআই বিবেকানন্দ রোড শাখা (০১৬৫১),** ৮৩/১এ, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০৬ — **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বিবেকানন্দ রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ (গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪** টার আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন। **ঋণগ্রহীতা-: কাঞ্চন মেহরা**

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০টে	২০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ২৭.০৬ গ্রাম নেট ওজন ২৪.৩৫ গ্রাম	১ টি কঙ্কণ
২.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ২৭.২৯ গ্রাম নেট ওজন ২৫.১০ গ্রাম	২ টি সলিড চুড়ি
৩.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ১১.৩১ গ্রাম নেট ওজন ১০.৪০ গ্রাম	১ টি চেন
৪.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৮.৬২ গ্রাম নেট ওজন ৭.৩২ গ্রাম	২ টি ঝুমকা পাসা
৫.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	১৮ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৭.৮৬ গ্রাম নেট ওজন ৬.৩৪ গ্রাম	১ টি তাটা সহ নথ
৬.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২২.০০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ৩৬.৭০ গ্রাম নেট ওজন ৩৫.০৯ গ্রাম	১ টি নেকলেস
৭.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২২.০০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ২৪.৮৫ গ্রাম নেট ওজন ২৩.৩০ গ্রাম	১ টি নেকলেস
৮.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২২.০০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ১৪৪.২২ গ্রাম নেট ওজন ১৩২.১৯ গ্রাম	১ টি বেল্ট
৯.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	২০.০০ ক্যারেট	গ্রস ওজন ১২.৯৬ গ্রাম নেট ওজন ১১.৫৩ গ্রাম	১ টি চুড়ি

তারিখ: ২৯.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান** (কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.) জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in — **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৯.০২.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স সাহা মেডিকেল, স্বত্বাধিকারী অরিন্দম সাহা, পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র সাহা, উদয়ন অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম তল, শপ নং এস-৭ এবং এস-৮, কবি ভারত চন্দ্র রোড, বাদামতলা, পো. এবং থানা - চন্দননগর, হুগলি-৭১২১৩৬ এবং আরও শ্রীপল্লী, নতুনপাড়া, পো. এবং থানা - চন্দননগর, হুগলি-৭১২১৩৬** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৩,২৫,২১১.৭৫ টাকা (তেইশ লাখ পঁচিশ হাজার দুশো এগার টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ২৯.০২.২০২৪ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৭ মে ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৩,২৫,২১১.৭৫ টাকা (তেইশ লাখ পঁচিশ হাজার দুশো এগার টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা) টাকা ২৮.০২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং ২৯.০২.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : অরিন্দম সাহা দলিল নং ১-১০৫৯/২০২২।
শপ রুম নং ৭ একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১২৮ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চারতলা ভবনের (জি-৩) ভবনের নাম 'উদয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট' অবস্থিত ৭৪৩/এ, কবি ভরত চন্দ্র রোড (পূর্ব), থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, আরএস দাগ নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা : চন্দননগর।
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারীর নাম : অরিন্দম সাহা দলিল নং ১-১০৬০/২০২২।
শপ রুম নং ৮, একতলায় পরিমাণ ঢাকা এরিয়া সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ১৩৫ বর্গফুট এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা ও পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চারতলা ভবনের (জি-৩) ভবনের নাম 'উদয়ণ অ্যাপার্টমেন্ট' অবস্থিত ৭৪৩/এ, কবি ভরত চন্দ্র রোড (পূর্ব), থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, চন্দননগর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, আরএস দাগ নং ২৪২, আরএস খতিয়ান নং ১৮০, এলআর দাগ নং ৩৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৯, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ১, সিট নং ২২, থানা : চন্দননগর।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৭.০৫.২০২৪
স্থান - হুগলি

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-অকশনের তারিখ : ২০.০৬.২০২৪

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank — **ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

জোনাল সস্ত্র সেন্টার দুর্গাপুর, রেড ক্রস রোড, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ-৭১৩২১৬
ই-মেইল: zs8344@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৫৪) অধীনে ব্যাঙ্ক এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয় ।

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক /সুরক্ষিত ঋণদাতা-র কাছে বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে।
সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না টাকা জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা [উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের গঠনমূলক দখল/বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	ক) শাখার নাম খ) ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা গ) জামিনদারগণ	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, মালিকের নাম (সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতা এবং দখল	ক) ১৩(২) সেকশন অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমান	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ বিবরণ
১.	দুর্গাপুর শাখা [০৩০৪১০], দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান (পঃবঃ)-৭১৩২১৩ **মেসার্স শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ** রুম নং ১৫, মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ১, আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১ **শ্রী সমীর মুখার্জি, (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত সুরেশ মুখোপাধ্যায়, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **শ্রীমতী সুচেত্রা মুখার্জি (জামিনদার),** শ্রী সমীর মুখার্জীর স্ত্র, নবপল্লী, সার্কুলার রোড বারাসাত কলকাতা ৭০০১২৬ **মিস সুনন্দা মুখার্জি (জামিনদার),** পিতা- শ্রী সমীর মুখার্জি, নবপল্লী, সার্কুলার রোড, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ **শ্রী গৌতম চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোটবাজার, পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ ,জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী স্বরূপ চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত অশোক চ্যাটার্জি, ছোট বাজার পোস্ট-নবাপল্লী, বারাসাত, কলকাতা ৭০০১২৬ জেলা-২৪ পরগনা উত্তর (পঃবঃ) **শ্রী নেপাল চ্যাটার্জি (জামিনদার)** পিতা-প্রয়াত ভোলানাথ চ্যাটার্জি, গোপাল মঠ, থানা- দুর্গাপুর- ৭১৩২০৩, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান	মৌজা আঙ্গদপুরে অবস্থিত কারখানার জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, জেএল নং ৮৯, থানা- দুর্গাপুর, সাব রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গাপুর, জেলা- বর্ধমান, এডিডিএ (রাতুরিয়া) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ১৯৯৫ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ৪৬৮৩ এর আওতায়, সিএস প্লট নম্বর (সম্পূর্ণ) ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪২ থেকে ৩৫৪, ৩৫৭,৩৫৯,৩৬৬ এবং সিএস প্লট নম্বর (অংশ) ৩২৮, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৬০, ৩৬৭, ৩৬৯, ৬৯৫, ৭০৪, ৭০৫, ৭১৭, ৭০৫/১৩৯, ৩৬৫/৪৮৪ খতিয়ান নং ১১১, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৮৮২, ৫৬৯, ৩৫৭, ৭৭১, ৭৭৩, ৭৬৫, ৭৭৭, ১৩৭, ৭৫৩, ১৯৮, ১৩২, ৭৫৪, ৪১৩, ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮০, ৭০৬, ৮২, ১৩২, ৪৩৫, ২৯৫, ৮১, ৮৭, ৭০১, ৭৫৭, ১৮, ২৭৯, ৫৭৫, ৫৭৮, ১৫৫, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৩৩৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৩৩, ৬০, ৭৫৫, ১১২, ৭৭৮, ৬৩ জমির এলাকা ৯.৮৯ একর এবং ২০০৩ সালের নিবন্ধিত ইজারা দলিল নং ২১৯৯, সিএস প্লট নং ২৮৫(পি), ২৮৭(এফ), ২৮৮(এফ), ২৮৯(এফ), ২৯০(পি), ২৯১(পি), ২৯২(পি), ২৯৩(এফ), ৩২২(পি), ৩২৩(পি), ৩২৮(পি) এবং ৩২৯(পি), খতিয়ান নং ৩৯৭, ২৬৮, ৩৪৭, ২১৯, ৪০৭, ৪৫৮, ৯৯, ৪৮৮, ৪৮৭, ১০৯, ১৫৬, ৩৭৮, ২২০, ৪৮০, ৫২৫, ৫২৯, ৫৩৮, ৬ এলাকা ৪.০০ একর মোট জমির এলাকা ১৩.৮৯ একর যার মধ্যে ২০০৬ সালের আত্মসমর্পণ দলিল নং ৩৭১৮ অনুসারে, জমির এলাকা ৪.০০ একর সমর্পণ করা হয়েছে সেজন্য এখন এলাকা ৯.৮৯ একর যা শোভা ইস্পাত অ্যালয়স লিঃ এর নামে উপরোক্ত উভয় দলিল সমন্বিত। **দখল: বাস্তবিক**	ক) ০৬.০৯.২০২২ এবং আইওবি দ্বারা ১৩.০১.২০১৫ খ) ২৩.১১.২০১২ গ) পিএনবি - ১২৪,১০,৩১,৫০০.৩৬ টাকা (একশো চব্বিশ কোটি দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র) সহ ০১.০৭.২০২২ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং আইওবি, দুর্গাপুর শাখা ২০,৭৮,৫৭,৭৮৯.৪৪ টাকা সহ ০১.০১.২০১৫ থেকে অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ এবং চার্জ ইত্যাদি	ক) ৭৪৭.৫২ লক্ষ টাকা খ) ৭৫.০০ লক্ষ টাকা গ) ১০০০০০০.০০ টাকা	ক) ২০.০৬.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা খ) বর্তমানে ব্যাংকের অজানা

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে -
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে" এবং "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট : https://www.mstcecommerce.com -তে ২০.০৬.২০২৪ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা।
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কিত যেকোন প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন, সুধী রঞ্জন পাত্র (সিএম) মোঃ- ৯৪৭৫১৪৫৬৫০ -এর সঙ্গে
৬) প্রথম বিড অবশ্যই রিজার্ভ মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে
৭) প্রযোজ্য কর ক্রয়কারী দ্বারা বহন করতে হবে
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৯.০৫.২০২৪
স্থান: দুর্গাপুর

সুধী রঞ্জন পাত্র
চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

hindware home innovation limited

STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended 31 March 2024	Three months period ended 31 December 2023	Three months period ended 31 March 2023	Year ended 31 March 2024	Year ended 31 March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1 (a)	Total income from operations	782.86	703.60	775.00	2,837.19	2,907.90
1 (b)	Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA)	65.15	61.30	89.76	274.88	281.07
2	Net profit from ordinary activities before tax	8.30	6.43	38.46	56.74	102.99
3	Exceptional Item	-	-	-	-	-
4	Net profit from ordinary activities after tax	6.89	6.12	28.71	36.75	66.47
5	Net profit for the period after tax (after extraordinary items)	6.89	6.12	28.71	36.75	66.47
6	Share in profit/(loss) after tax of joint ventures/associates	(4.16)	(1.59)	(5.96)	(9.12)	(8.91)
7	Net profit after tax and share in profit/(loss) of joint ventures from continuing operations	2.73	4.53	22.75	27.63	57.56
8	Other comprehensive income/(expenditure)(net of tax)	0.34	(0.15)	(1.37)	(0.08)	(0.98)
9	Total comprehensive income	3.07	4.38	21.38	27.55	56.58
10	Equity share capital	14.46	14.46	14.46	14.46	14.46
11	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstruction reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year	-	-	-	583.37	561.28
12	Earning per share(before extraordinary items) (of ₹ 2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	0.30	0.58	3.08	3.56	7.96
	(b) Diluted (₹)	0.30	0.58	3.08	3.56	7.96
13	Earning per share(after extraordinary items) (of ₹2/- each) (not annualized)					
	(a) Basic (₹)	0.30	0.58	3.08	3.56	7.96
	(b) Diluted (₹)	0.30	0.58	3.08	3.56	7.96

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months period ended 31 March 2024	Three months period ended 31 December 2023	Three months period ended 31 March 2023	Year ended 31 March 2024	Year ended 31 March 2023
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	112.37	120.53	143.09	487.30	600.52
2	Profit/(Loss) before tax	(40.81)	(15.66)	(5.84)	(53.55)	18.70
3	Profit/(Loss) after tax	(27.87)	(10.24)	(4.24)	(35.99)	10.61

Notes:
(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors have approved the above results and its release at their respective meetings held on 28 May 2024. The statutory auditors of the Company have also carried out the limited review of the above results.
(2) The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended 31 March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year 31 March 2024 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hindwarehomes.com".

Place: Gurugram
Date: 28 May 2024

Sandip Somany
Chairman and Non-Executive Director

Hindware Home Innovation Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com; www.hindware.com | Email: investors@shilgroup.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

ভারতের কোচ পদে ‘তেন্ডুলকার’, ‘ধোনি’, ‘মোদি’, ‘শাহ’,এর আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ। চাইলে আরও কিছু নাম দেওয়া যায়; হরভজন সিং, বীরেন্দর শেবাগ। নামগুলো পরিচিত। এবং ‘তাঁরা’ সবাই ভারতের ছেলেদের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ পদে আবেদন করেছেন। নিশ্চয়ই বিশ্বাস হচ্ছে না? নামগুলো ঠিকই আছে শুধু মানুষগুলো আলাদা। আসল ঘটনা হলো ভারতের রাজনীতিবিদ এবং ক্রিকেটারদের নাম ব্যবহার করে অনেকেই আবেদন করেছেন প্রধান কোচ পদে। অর্থাৎ ভুয়া নামে আবেদন!

বর্তমান প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চুক্তির মেয়াদ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত। তার আগেই ১৩ মে এই পদে প্রধান কোচ পদে আবেদন চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল বিসিসিআই। গতকাল আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়। ৩ হাজারেরও বেশি আবেদন পেয়েছে বিসিসিআই। বেশির ভাগ আবেদনই করা হয়েছে ভুয়া নামে। ক্রিকেটার এবং রাজনীতিবিদদের নামই বেশি ব্যবহার করা হয়েছে এ

ক্ষেত্রে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও এই তালিকা থেকে বাদ পড়েননি। তাঁদের নাম ব্যবহার করেও আবেদন জমা পড়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে গুগল ফর্মে আবেদন চেয়েছে বিসিসিআই। তার পর থেকেই প্রচুর ভুয়া আবেদন জমা পড়তে শুরু হয়। ঝামেলা হলো, প্রধান কোচ হতে সত্যিকারের আগ্রহী ব্যক্তিরা আবেদন করেছেন কি না, সেটি এখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারেনি বিসিসিআই।

ভুয়া আবেদন নিয়ে বিসিসিআইয়ের ঝামেলায় পড়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২২ সালে প্রধান কোচ চেয়ে দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতেও অন্তত ৫ হাজার ভুয়া আবেদন পেয়েছিল বিসিসিআই, যেখানে তারকাদের নাম ব্যবহার করা হয়। বিসিসিআই সে সময় আবেদনপত্র মেইল করতে বলেছিল, কিন্তু এবার গুগল ফর্ম ব্যবহার করেছে।

বিসিসিআইয়ের এক কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ‘গত বছরও বিসিসিআই ভুয়া আবেদনকারীদের এমন প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল এবং এবারও গল্পটা একই। গুগল ফর্মে আবেদন চাওয়ার কারণ হলো এতে একটি শিটেই প্রার্থীর নাম সহজভাবে যাচাই,বাছাই করা যায়।’

ভারতের ছেলেদের জাতীয় দলের নতুন কোচ ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এই দায়িত্ব পালনে কী কী যোগ্যতা থাকতে হবে, সেসব বিজ্ঞপ্তিতেই জানিয়ে দেয় বিসিসিআই। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, আবেদনকারীকে ‘অবশ্যই কাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে এবং তারকা অ্যাথলেটদের সামলানোর চাপ সইতে হবে।’ এর পাশাপাশি ভারতের ক্রিকেট দলকে বিশ্বমানের গড়ে তোলার পাশাপাশি সব কন্ডিশনেই টেকসই সাফল্য এনে দেওয়া এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করার চাহিদার কথাও বলা আছে।

যুবভারতীতে সুনীলের বিদায়ী ম্যাচের আগে প্রতিজ্ঞা থাপার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই মাঠেই চলতি মরসুমে আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতেছেন অনিরুদ্ধ থাপা। সেই মাঠে আগামী ৬ জুন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবেন তিনি। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের লড়াইয়ে টিকে থাকতে সেই ম্যাচে জিততেই হবে ভারতকে। কুয়েতের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ ভারতীয় জার্সিতে সুনীল ছেত্রীর বিদায়ী ম্যাচও বটে। সেই ম্যাচের আগে প্রতিজ্ঞা করলেন অনিরুদ্ধ থাপা। কী বললেন মোহনবাগানের ফুটবলার?

কুয়েতকে হারিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন থাপা। তিনি বলেন, তএটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। সুনীল ভাইয়ের কাছেও তাই। আমরা ওই ম্যাচ জিতবই। কারণ, তৃতীয় রাউন্ডে আমাদের উঠতেই হবে। সেটা ভারতীয় ফুটবলের জন্য একটা বড় ধাপ হবে। আমি জানি যুবভারতী ভর্তি থাকবে। আমি জানি ওখানকার সমর্থকদের আবেগ কতটা। আমরা নিজেদের সেরাটা দেব। আমরা জিতবই। প্রতিজ্ঞা করছি।দ

বিদায়ী ম্যাচের আগে সুনীলের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের শিবিরে রয়েছেন থাপা। সেখানে তাঁদের কথা হয়েছে। সুনীল তাঁদের কী বলেছেন সেই কথাও জানিয়েছেন থাপা। দলের মিডফিল্ডার বলেন, তসুনীল ভাই সব সময় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। ও বলেছে মাঠে নেমে উপভোগ করতে। খুব বেশি চাপ না নিতে। ওর কথা না ভেবে দেশের কথা ভাবতে। আমরা নিজেদের সেরাটা দেব। যুবভারতী থেকে খালি হাতে ফিরব না।

ভারতীয় দলে সাত বছর ধরে খেলছেন থাপা। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই দেশের হয়ে ৫৭টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। সুনীল ও গুরপ্রীত সিংহ সান্ধুর পরে তৃতীয় সর্বাধিক ম্যাচ খেলেছেন এই মিডফিল্ডার। সুনীলের ৯৪টি গোলের মধ্যে চারটি গোলের পাস তাঁর বাড়ানো। এই সাত বছরে সুনীলের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে থাপার। তিনি বলেন, তাত সাত বছরে যখনই শিবিরে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, ও আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। কী ভাবে নিজের ফিটনেস ঠিক রাখতে হবে সেই পরামর্শ দিয়েছে। সুনীল ভাই সব সময় দলের কথা ভাবে। নিজের থেকে দলকে এগিয়ে রাখে। আমরাও সেটাই করার চেষ্টা করি।

সুনীলের অবসর ঘোষণার পরে ভারতের ফুটবল কোচ ইগর স্তিমাচ জানিয়েছেন, সুনীলের জন্যই এই ম্যাচ জিততে হবে দলকে। এক মাস ধরে ভুবনেশ্বরে শিবির করে কলকাতায় খেলতে আসবেন সুনীলেরা। ৬ জুনের পরে ১১ জুন কাতারে তাদের বিরুদ্ধে খেলা ভারতের। এই দু'টি ম্যাচই জিততে হবে ভারতকে। তার শুরুটা যুবভারতীতে করতে চান থাপারা। সুনীলের শেষ ম্যাচের আগে প্রতিজ্ঞা করছেন তাঁরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মরগানের চোখে ভারতই সবচেয়ে শক্তিশালী

নিজস্ব প্রতিনিধি: টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাকি মাত্র ৩ দিন। কে ফেবারিট, কাদের হাতে উঠতে পারে ট্রফি;এমন অনেক আলোচনাই চলে এই সময়ে। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এউইন মরগানের চোখে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সবচেয়ে শক্তিশালী দল ভারত।

রোহিত,কোহলি,বুমরাদের যেকোনো দলকে সহজেই হারানোর সামর্থ্য আছে বলেও মনে করেন ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী মরগান।

স্কাই স্পোর্টসের পডকাস্টে মরগান বলেছেন, ‘আমার কাছে বিশ্বকাপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল ভারত, বিশ্বকাপজুড়ে যদি তাদের চোটের সমস্যাও থাকে তবুও। তাদের শক্তি ও গভীরতা অবিশ্বাস্য। যে পরিমাণ সামর্থ্যবান ক্রিকেটার তাদের আছে, ১৫ সদস্যের দল থেতে কারা বাদ পড়েছে আমরা সেটা নিয়েই কথা বলছি। আমার মতে তারা ফেবারিট। কাগজে,কলমে ভারত অনেক শক্তিশালী। যদি মাঠে এটা দেখাতে পারে, তাহলে তারা সহজেই যেকোনো দলকে হারাতে পারবে বলে আমার মনে হয়।’

ওপেনিংয়ে রোহিত শর্মার সঙ্গী হিসেবে ভারত বিশ্বকাপ দলে নিয়েছে যশস্বী জয়সোয়ালকে। মূলত ওপেনিংয়ে ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশন ধরে রাখতেই শুবমান গিল বাদ পড়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে মরগান নির্বাচক হলে গিলকেই দলে রাখতেন, ‘আমি শুধু একটি সিদ্ধান্ত অন্যভাবে নিতাম। আমি দল নির্বাচন করলে যশস্বী জয়সোয়ালের জায়গায় শুবমান গিলকে নিতাম। আমি ওর সঙ্গে খেলেছি, আমি জানি ও কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে কাজ করে। আমরা মনে হয় ও এই দলের ভবিষ্যৎ নেতাও।’

পডকাস্টে মরগানের এই কথার প্রেক্ষিতে সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল আথারটন মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের শিরোপা,খরাকে। তিনি বলেছেন, ‘ভাগ্যের পরিহাস। কারণ, সবাই আইপিএলের কথা বলছে, কীভাবে এটা ভারতের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভাগ্যের পরিহাস হলো এমন যে ভারত একবারই টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে, সেটা আইপিএল শুরুর আগে।’

যেকোনো টুর্নামেন্টে ভারত ফেবারিট তকমা নিয়ে খেলতে যায়। কিন্তু গত ১১ বছরে আইসিসি আয়োজিত কোনো টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ২০১৩ সালে জেতা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিই ভারতীয়দের সর্বশেষ বৈশ্বিক শিরোপা।

আইপিএল শেষ, শ্রেয়স আবার মুম্বইয়ের, নিজের শহরে ফিরলেও পিছু ছাড়ল না ‘কলকাতা’

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শেষ। শ্রেয়স আয়ার আবার মুম্বইয়ের। তবু বাড়ি ফেরার পথে মুম্বই বিমানবন্দরে কেকেআর অধিনায়ককে শুনতে হল কলকাতার নামে জয়ধ্বনি। নিজের শহরের বাসিন্দাদের মুখে ‘আমি কেকেআর’ ধ্বনি শুনে উচ্ছ্বাস লুকিয়ে রাখেননি শ্রেয়সও।

পঞ্চম ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শ্রেয়স। মুম্বইয়ের হয়ে ঘরোয় ক্রিকেট খেললেও আইপিএলের আড়াই মাস তিনি কলকাতার। চেন্নাইয়ে ফাইনাল খেলার পর সেখান থেকে চলে গিয়েছেন মুম্বই। বিমানবন্দরের বাইরে পা রাখতেই বহু মানুষ এগিয়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। শ্রেয়সকেও হাসিখুশি দেখিয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মাঝে। সই, ছবি তোলার আবদার মিটিয়েছেন ভক্তদের। সে সময় এক জন ক্রিকেটপ্রেমী শ্রেয়সকে বলেন, “আমি কেকেআর।” শুনে হেসে ফেলেন শ্রেয়স। প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ জানান কেকেআর অধিনায়ক। মুম্বই বিমানবন্দরের এই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে।

সব মিলিয়ে অষ্টম অধিনায়ক হিসাবে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শ্রেয়স। গৌতম গম্ভীরের পর দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসাবে কেকেআরকে ট্রফি দিয়েছেন দেশের অন্যতম সেরা মিডল অর্ডার ব্যাটার।

বাবরের রাগ! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দেশের সমর্থকদের দেখেই মেজাজ হারালেন পাক অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেগে গেলেন বাবর আজম। তা-ও আবার নিজের দেশের সমর্থকদের দেখেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। নিজেদের প্রস্তুতি সেরে রাখছে তারা। সেই সিরিজ চলাকালীন রাস্তায় পাকিস্তানের সমর্থকদের দেখেই রেগে গেলেন বাবর।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার তৃতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। তার আগে সেখানকার রাস্তায় দেখা যায় বাবরক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের কিছু কর্তা। বাবরকে রাস্তায় দেখে এগিয়ে যান পাকিস্তানের বেশ কিছু সমর্থক। প্রায় ঘিরে ধরেন তাঁরা। পাক অধিনায়কের ছবি তুলতে থাকেন। সেটা দেখেই রেগে যান বাবর।

পাক অধিনায়ক প্রথমে বলে ওঠেন, ২ মিনিট সময় দেবে আমাকে? ২ মিনিট সময় দেবে।দ তার পরে কিছু ক্ষণ নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। যাঁরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার ইশারা করেন হাত দিয়ে। নিরাপত্তারক্ষীরা সবাইকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন।

ঘটনার এখানেই শেষ হয়নি। বোর্ডের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সেখান থেকে ফেরার সময় আবার কিছু সমর্থক বাবরের দিকে এগিয়ে আসেন।

এ বার আরও রেগে যান পাক অধিনায়ক। তিনি বলেন, এটা কী হচ্ছে? আমি কথা বলছি। তোমরা আমার উপর চেপে পড়ছ। ভিডিয়ো করছ। এগুলো কী?দ এ কথা বলে সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান বাবর।

গত বছর ভারতের মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপের পরে বাবরকে তিন ফরম্যাটের অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। চার মাস পরে মহসিন নকভি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে আসার পরে আবার বাবরকে অধিনায়ক করেন। তাঁর নেতৃত্বেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে নামবে পাকিস্তান। ৯ জু ভারতের মুখোমুখি তারা।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কি ইউরোপা লিগে খেলতে পারবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকায় ৮ নম্বরে থেকে শেষ করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে এফএ কাপের ফাইনাল জেতায় ইউরোপা লিগে জায়গা করে নিতে পেরেছে ওল্ড ট্রাফোর্ডের ক্লাবটি।

ওয়েম্বলির ফাইনালে সিটিকে ২,১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ইউরোপের দ্বিতীয় সেরা টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেওয়া ইউনাইটেড কি আসলে খেলতে পারবে ইউরোপা লিগে? প্রশ্নটি উঠছে মাঠের বাইরের একটি কারণে।

ফরাসি ক্লাব নিস এবং ইংল্যান্ডের ইউনাইটেডের মালিকানায় আছেন আইএনইওএস প্রধান স্যার জিম র্যাংটক্লিফ। দুটি ক্লাবই এবার ইউরোপা লিগের খেলার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু উয়েফার নিয়ম অনুযায়ী একই মালিকের দুটি ক্লাব ইউরোপের একই

প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। এই নিয়মের কারণেই ইউনাইটেডের ইউরোপা লিগে খেলা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

এর আগে শোনা যাচ্ছিল, মালিকানা জটিলতার কারণে ইউনাইটেডকে ইউরোপা কনফারেন্স লিগে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে। কারণ, ইউনাইটেড ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শেষ করেছে ৮ নম্বরে থেকে আর ফ্রেঞ্চ লিগ আঁতে নিসের অবস্থান ছিল পঞ্চম স্থানে। এমন পরিস্থিতিতে বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে আইএনইওএস।

তারা বলেছে, ‘আমরা দুই ক্লাবের অবস্থানের ব্যাপারটি ভালোভাবেই অবগত আছি এবং এটা নিয়ে সরাসরি উয়েফার সঙ্গে কথা বলছি। আমরা নিশ্চিত যে পরের মৌসুমে ইউরোপে খেলার ব্যাপারে আমাদের হাতে সমাধান আছে।’

এদিকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সান বলছে, ইউনাইটেড এবং নিসকে ইউরোপা লিগে খেলানোর ব্যাপারে উয়েফার সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে আইএনইওএস। বর্তমানে ইউনাইটেডে র্যা টক্লিফের মালিকানা ৩০ শতাংশের নিচে থাকার বিষয়টি সামনে এনে মালিকানা,সংক্রান্ত জটিলতাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে তারা।

এখন শেষ পর্যন্ত এই জটিলতা দূর করে ইউনাইটেড ইউরোপা লিগে খেলতে পারে কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

কেরলের তরুণ ফুটবলার সালাহউদ্দিনের সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দু'বছরের চুক্তিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসে যোগ দিলেন সালাহউদ্দিন আদনান। কেরলের তরুণ ফুটবলার যুব লিগে খেলেছেন মুথুট এফসির হয়ে। দলের রিজার্ভ বেঞ্চের শক্তি বৃদ্ধি করতেই সালাহউদ্দিনকে সই করিয়েছে মোহনবাগান।

মূলত কলকাতা লিগ এবং আরএফডিএলে খেলবেন সালাহউদ্দিন। এই দুই প্রতিযোগিতায় তাঁর পারফরম্যান্স নজর কাড়লে সুযোগ পেতে পারেন সিনিয়র দলে। সেই সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ।

যদিও আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস। নিয়ে কিছুটা ধীরে চল নীতি নিয়েছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। অতীতে দীপেন্দু বিশ্বাস, ফারদিন আলি মোল্লা, সুহেল ভাট, কিয়ান

নাসিরির মতো ফুটবলারদের এ ভাবেই সিনিয়র দলে তুলে এনেছিল মোহনবাগান।

জুনের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কলকাতা লিগের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে মোহনবাগান। হকি লিগ শেষ হওয়ার পর এখন ক্লাবের মাঠ ফুটবলের জন্য উপযুক্ত করে তোলার কাজ চলছে। আইএসএল ছাড়া আগামী বছর মোহনবাগানের প্রধান লক্ষ্য এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, এএফসির প্রতিযোগিতার সময় ডুরান্ড বা অন্য কোনও প্রতিযোগিতা চললে, সেখানে দ্বিতীয় দলকে পাঠানো হবে। প্রথম দলের ফুটবলারদের সেই প্রতিযোগিতায় খেলানো হবে না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**